THE ZENANA OPENED,

OR

A BRAHMIN

ADVOCATING FEMALE EMANCIPATION.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

CALCUTTA

1851

Encyclopædia Press 148 Cornwallis Street
2nd Edition.
7000, copies.

ভারত বর্ষীয়

স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের এক্ষণে বিদ্যানুশীলন না থাকাতে কেহ২ কেহ কহেন্ স্ত্রীজনের বিদ্যানুশীলন শাস্ত্র সম্মত নহে। কেহ কহেন পূর্ব্বকালেও এ প্রথা ছিল না অতএব স্ত্রীগণের বিদ্যানুশীলন লোকাচার বিরুদ্ধ। কেহ বা কহেন্ স্ত্রীলোক বিদ্যাভ্যাস করিলে বিধবা হয় সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যানুশীলনে স্পষ্ট দোষ দৃষ্ট হইতেছে। ইহাও অনেকে কহিয়া থাকেন স্ত্রীলোকের এতাদৃশ বুদ্ধি নাই যাহাতে তাহারা বিদ্যোপার্জ্জন করিতে শক্ত হয়। এদেশের লোকেরদের এই সকল ভ্রম নিরাকরণ নিমিত্ত প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক যথা সাধ্য কিঞ্চিৎ লিখিতে অভিলাষ করি।

আমি এই বিষয় সকলের সুখাববোধার্থ ও বিস্মৃতি হরণার্থ চারি খণ্ডে বিভাগ করিয়া লিখিলাম। স্ত্রীলোকের প্রতি শাস্ত্রের যে রূপ কঠিন শাসন ও তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষতঃ বিদ্যা ব্যতিরেকে যে রূপ দুর্দ্দশা

ঘটিতেছে তাহার বিবরণ প্রথম খণ্ডে বিস্তৃত করিলাম। পূর্ব্বতন যোষিদ্গণ বিদ্যাভ্যাস করিত তাহার প্রমাণ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদর্শন করা গেল। তৃতীয় খণ্ডে স্ত্রীগণ বিদ্বান হইলে এদেশে কি উপকার সম্ভাবনা তাহা বিবরিত করিয়া লিখিলাম। বনিতাগণের বিদ্যানুশীলন উপায় সকল চতুর্থ খণ্ডে বিস্তৃত হইল।

প্রথম খণ্ড।

স্ত্রীলোকের প্রতি শাস্ত্রের নিয়ম ও তাহাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা বিশেষতঃ বিদ্যা ব্যতিরেকে যে রূপ দুর্দশা ঘটিতেছে তাহার বিবরণ।

এদেশের স্ত্রী সকল দাসীর মত অন্তঃপুর বাসী হইয়া অহর্নিশি গৃহ কর্ম্ম রাশি নির্বাহ করে। তাহাদিগের জন্মাবধি যাবজ্জীবনের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করি যদ্দ্বারা তাহারা অত্যন্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে ইহা প্রকাশিত হইতে পারিবে।

গর্ভবতীকে একটি পুত্র সন্তান হউক বলিয়া সকলেই আশীর্ব্বাদ করেন কিন্তু একবার ভ্রম ক্রমেও কন্যা হউক

এমত কেহ কহেন না। যদি প্রসূতি শুভাদৃষ্টে পুত্র সন্তান প্রসব করেন তবে সকলের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হয়েন ও আহ্লাদ সূচক নানা বাদ্যোদ্যম ও দান এবং পুত্রের কল্যাণার্থ নানা স্বস্ত্যয়ন হইয়া থাকে কিন্তু কি দুর্ভাগ্য কন্যা সন্তান হইলে সকলে শোকাকুল প্রায় ... হয়েন। ইহাতেই বিলক্ষণ অবগতি হইতেছে ...র লোকেরা কন্যা সন্তানকে ঘৃণিত ও অপকৃষ্ট ... করিয়া থাকেন।

এ... পুত্রের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর হইলে তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক পিতা মাতা বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করেন কিন্তু দুর্ভাগা বালিকারা কেহ বা গৃহ কর্ম্মে মনোভিনিবেশ কেহ বা ক্রীড়াতে কাল যাপন করে। কি কহিব ইহারা গৃহ কর্ম্মেও কাহার উপদেশ প্রাপ্ত হয় না কেবল অন্যের তদ্বিষয়ক পারিপাট্য দেখিয়া বিনা উপদেশে স্বয়ং শিক্ষা করিতে বাধিত হয়।

শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন পুরুষের বিবাহ কাল ত্রিংশ বৎসর অথবা চতুর্বিংশ বৎসর এবং কন্যার বিবাহ কাল দ্বাদশ বৎসর বা অষ্টম বৎসর (১) এক্ষণে পুরুষের দার গ্রহণ কালের স্থিরতা নাই কিন্তু কন্যার বিবাহে

(১) ত্রিংশদ্বর্ষোবহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং ।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ ।মনুঃ

শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন হয় না অতএব লোকাচারের সুনিয়মতার পরিচয় ইহাতেই সকলে অবগত হইতে পারিবেন। অজ্ঞানদশায় বিবাহ হইলে বালিকারা আত্ম সমর্পণ কালে কোন আপত্তি করিতে পারে না সুতরাং পিতা মাতার সম্মতিতেই সম্মত হইতে হয়।

বিবাহের পর স্ত্রীগণ শ্বশুরালয়ে অন্তঃপুর নিরুদ্ধ থাকে পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখ অবলোকন করিতে পায় না তাহাদিগের জীবনের প্রধান কর্ম্ম কেবল পতি ভক্তি ও পতি শুশ্রূষা, যাহা চিরকাল মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক করিতে পারিলে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় এবং চরমে পরম ফল স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ করে।

হায় শাস্ত্রের কি কঠিন শাসন সতীর লক্ষণ সহমরণ যাহা স্মরণ করিলে চিত্ত সভয় ও কায় লোমাঞ্চিত হয়। শাস্ত্রে লিখিয়াছেন ভর্ত্তা মরিলে সতী নারীদিগের অনলে অঙ্গ প্রদান ব্যতিরেকে আর ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই (১) যদি স্বামী বিদেশে আয়ুঃশেষ হইয়া সেইখানে প্রাণ পরিত্যাগ করেন তবে তাঁহার পাদুকাদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া পতিব্রতাগণ জ্বলনে জীবন সমর্পণ করিবে (২)।

(১) সাধ্বীনামেব নারীণামগ্নিপ্রপতনাদৃতে।
নান্যোহি ধর্ম্মো বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ। অঙ্গিরাঃ।
(২) দেশান্তরমৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসং। ব্রহ্ম।

লোকে সতী ও পতিব্রতা বলিবে এই সুখ্যাতির প্রত্যাশায় কত ব্যভিচারিণীও জ্বলন্ত দহনে জীবন সমর্পণ করিত।

এ সময় মহাত্মা বেন্টিক সাহেব ও রাজা রামমোহন রায়ের গুণ স্মরণ করিলে স্তব্ধ হইতে হয় এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে অগণ্য রসনা ভজন করিতে হয়। এক জন সহমরণ নিবারণ করিয়াছিলেন আর এক জন সহমরণ নিবারণের পথ প্রদর্শক হইয়াছিলেন যাহাতে এক্ষণে সহস্র সহস্র মহা প্রাণির প্রাণ রক্ষা হইতেছে এবং প্রার্থনা করি এই সকল মহা প্রাণির জীবন রক্ষা জন্য পুণ্য তাঁহাদিগের হউক। হায় কি নিষ্ঠুরের কর্ম্ম! ভারত বর্ষীয় লোকেরা কি কুকর্ম্ম না করিতে পারে? তাহারা কি রূপে নির্দ্দোষ যোষাদিগের দেহ দহন সাৎ করিত তাহা এক্ষণে মনে করিলেও আমাদিগের অন্তঃকরণ ব্যাকুল হয়।

এদেশের বিধবাদিগের শাস্ত্র বিহিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণা অপেক্ষা মরণই শরণ! যাবজ্জীবন দুঃসহ দুঃখ ভোগ করা অপেক্ষা এক বার ক্লেশ সহ্য করা শ্রেষ্ঠ। বিধবাদিগের একেতঃ বৈধব্য যাতনা দ্বিতীয়তঃ বিদ্যারসাস্বাদে বঞ্চনা তৃতীয়তঃ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণা, মানবদেহে ইহা অপেক্ষা আর ক্লেশ কি ঘটিতে পারে। আমারদিগের একটি উপবাস করিলে কত ক্লেশ হয়

কিন্তু বিধবাদিগের শরীর কেবল বিবিধ উপবাসের আবাস [১] স্বেচ্ছাধীন আহার এক দিনও ঘটে না তাহারা এক বেলা কিঞ্চিৎ নীরস নিকৃষ্ট দ্রব্য আহার করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ মাত্র করে।

কি দুঃখ! স্ত্রীগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিলে কে না শোকাকুল হয়। বঙ্গদেশীয় নবীন অবধি প্রবীণ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই কহিয়া থাকেন কামিনীদিগের দিন যামিনী রন্ধনশালার যন্ত্রণা সহ্য করাই প্রধান কর্ম্ম। যাহারা আলস্য শূন্য হইয়া এই কর্ম্ম উত্তম রূপে সমাধা করিতে সমর্থ হয় তাহারাই সুখ্যাতি ও প্রশংসা লাভ করে যে অভাগা ইহাতে অশক্তা তাহাকে স্ত্রীজাতি মধ্যে গণনাই করে না। তাহারা দাসদাসীর মত অনবরত গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এমত সময় নাই যাহাতে আমোদ ও আহ্লাদে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে পারে। ইহাতেও যদি কোন দিন কর্ত্তাদিগের আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হওনে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব হয় অথবা ভ্রম ক্রমে কোন ত্রুটি হয় তবে আর তাঁহারা রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে ক্ষণকাল বিলম্ব করেন না। এমত অনেক অবলোকন করা গিয়াছে যাহাতে অবলারা নির্দ্দোষে অথবা অল্প দোষে নির্দয় পুরুষদিগের রোষ ভাজন হয়।

---

১ উপবাসাংশ্চ বিবিধান্ কুর্য্যাৎ শাস্ত্রোদিতান্ শুভে। ব্যাসঃ।

আহা একেতঃ অবলারা বাল্যাবস্থায় কোন বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হয় না যাহাতে পরিণামে অশেষ ক্লেশের হ্রাস হইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ শৈশবাবস্থা গত না হইতেই পিতা মাতা কন্যার বিবাহোদ্যোগ করেন। অনুমান কর যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরের মত একত্রে বাস করিতে হয় ও যাহার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইতে হয়, (শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন স্বামী ভার্য্যার অর্দ্ধাঙ্গ ও ভার্য্যা স্বামির অর্দ্ধাঙ্গী) সেই স্বামি শব্দের অর্থ না জানিতেই যখন বিবাহ সম্পন্ন হয় তখন আর এতদ্বিষয়ে পিতামাতার অবিবেচ্যকারিতা শাস্ত্রকারদিগের নির্দ্দয়তা ও লোকাচারের জঘন্যতার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র।

এতদ্দেশে ব্যবহার আছে যে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার পিতা অথবা বন্ধুবর্গ পাত্র পরীক্ষা জন্য স্বয়ং গমন করিয়া থাকেন পরীক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ঐশ্বর্য্য। পাত্র রূপবান্ বা বুদ্ধিবান্ কিম্বা বিদ্যাবান্ অথবা বিশুদ্ধ আভিজাত্যবান্ হউন্ ধনবান্ না হইলে তিনি কদাচ মনোনীত হয়েন্ না। পাত্র পরীক্ষকের রুচি অনুসারে কখন কখন ঐশ্বর্য্যের অগ্রেও কুলমর্য্যাদা গণনীয়া হইয়া থাকে। বল্লালসেনীয় কুল মর্য্যাদাপন্ন কুলীনের মধ্যে যাঁহারা বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান অথবা রামেশ্বর চক্রবর্ত্তির সন্তান তাঁহারা কুলভঙ্গ আশঙ্কায়

জরাজীর্ণেন্দ্রিয় অশীতিবর্ষ বয়স্ক পাত্রের সহিত পঞ্চম বর্ষীয় বালিকারও বিবাহ দেন এবং কুলগন্ধে অন্ধ হইয়া অতি দুর্ব্বৃত্তকেও সুশীলা কন্যা সম্প্রদান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন্ কেহবা স্বীয় কুলোচিত্ পাত্রের অভাবে পঞ্চাশদ্বর্ষীয় কন্যাও অবিবাহিতা রাখেন্

যাঁহারা দীন ও ধনহীন অথচ কুলীন বহুতর অর্থব্যয়ে অসমর্থ তাঁহারা একেবারে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য এক পাত্রকে পাঁচ ছয় কন্যা সম্প্রদান করেন। যদি সে জামাতা তাঁহার সকল নিশ্চিন্ততার সহিত সংসার লীলা সম্বরণ করে তবে তাঁহার সকল দুহিতা এক কালে বিধবা হইয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা ও চিন্তা অহর্নিশি প্রজ্বলিতা করে।

স্বকৃত ভঙ্গ অথবা স্বকৃত ভঙ্গের পুত্রের পরিণয়নই জীবনের প্রধান উপজীবিকা। তাঁহারা একশত নারীর ভর্ত্তা ও ধর্ম্মরক্ষিতা হন, ধর্ম্মরক্ষা কি করিবেন্ অধর্ম্মের পতাকা অগ্রগামিনী হইয়া থাকে। পিতা নির্দ্দয় ও নির্ব্বিবেক হইয়া এই শত স্ত্রীর পতির হস্তে কন্যা সমর্পণ করেন ও গর্ব্ব করিয়া কহেন্ স্বকৃত ভঙ্গের পুত্রের সহিত দুহিতার বিবাহ দিলাম? কুলীন কন্যাদিগের দুঃখের কথা কি কহিব স্বামী জীবিত থাকিতেও তাহারা বিধবা প্রায় হইয়া থাকে। কোন কোন স্ত্রীর স্বামী

বৎসরে একবার আইসেন কোন বা স্বামী বিবাহের পর সে পথ একেবারে বিস্মৃত হন্ আর সে দিকে ভ্রম ক্রমেও পদার্পণ করেন্ না। এই কুলীনাভিমানি স্বামিগণের গুণের কথা কি বলিব তাঁহারদের বৎসরান্তে যদি একবার আগমন হয় এবং আসিবা মাত্র যদি দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণা পান্ তবে চিরদুঃখিনী কামিনীর সহিত আলাপ করেন্ নতুবা তাহাকে আরো দুঃখিতা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন্ সুতরাং তাহাদিগের ধর্ম্ম কি রূপে থাকে।

যাঁহারা ইহার মধ্যে ভদ্র তাঁহারা সকল সংসার লইয়া গৃহ কর্ম্ম করিবার বাঞ্ছা করেন্ কিন্তু তাঁহাদিগের দুঃখের শেষ থাকে না। অধিক স্ত্রী লইয়া গৃহ কর্ম্ম ও সংসার ধর্ম্ম করায় যে কত সুখ তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন্ সর্ব্বদা পরস্পর বিবাদ ও কলহ শ্রবণ করিয়া শ্রবণ বিদীর্ণ হয় ফলতঃ অধিক সংসার লইয়া সংসারী হইলে তাহার কোন সুখ সম্ভাবনা নাই।

এক পাত্রে অনেক কন্যা দান হওয়াতে এবং কুলানুরোধে পাত্রের বার্দ্ধক্য ও চিররুগ্নতাদি দোষ না দেখিয়া বিবাহ দেওয়াতে কুলীন কন্যাদিগের মধ্যে অনেককে বিধবা দেখা যায়। এ দেশের বিধবাদিগের দুর্দ্দশা নিরীক্ষণ করিলে সচেতন ব্যক্তিমাত্রেরি অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মে। বিধবাদিগের অবস্থা ভেদে দুঃখের তারতম্য

নাই। প্রৌঢ়াবস্থায় বিধবা হইলে তাহাকে যে রূপ নিত্য নৈমিত্তিক উপবাস ও প্রতিদিন হবিষ্যান্ন ভোজনাদি দ্বারা শরীরে ক্লেশ সহন করিতে হয় অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা পতি হীনা হইলে তাহারও কোন অংশে ন্যূনতাতিরেক নাই। মানসিক সুখ দূরে থাকুক যথাভিলষিত ভোজন দ্বারা শারীরিক সুস্থতাও অতি কঠিন।

এতদ্দেশে যাঁহারা কুল মর্য্যাদাহীন বংশজ তাঁহারদিগের কন্যা সন্তান এক প্রকার বাণিজ্য দ্রব্য। তাঁহারদিগের কন্যা হইলে আর আহ্লাদের সীমা থাকে না। বিবাহের সময়ে কন্যা বিক্রয় করিয়া অনেক অর্থ পাইব এই প্রত্যাশায় দিন যামিনী যাপন করেন্। কন্যার তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রম না হইতেই বিবাহোদ্যোগ করেন। ইহা প্রসিদ্ধই আছে অর্থের নিকটে বিদ্যা ও গুণের গৌরব গ্রাহ্য হয় না সুতরাং প্রকাশ্য পণ্য স্থানে উচ্চ মূল্যে যেমত দ্রব্য সকল বিক্রয় হয় তাহাতে ক্রেতার গুণাগুণ বিবেচনা নাই বংশজদিগের কন্যা সম্প্রদানও সেইরূপ। অশীতিবর্ষ বয়স্ক পাত্রও যদি অধিক অর্থ দিতে শক্ত হয় তাঁহাকেই অষ্ট বর্ষীয়া বালিকা সমর্পণ করা হয়। এই প্রথার প্রচার থাকাতে বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ অথচ রূপবান ব্যক্তি অর্থ হীন হইলে তাহার বিবাহ হওয়াই দুষ্কর কিন্তু জঘন্য

পুরুষাধমের অর্থ থাকিলে অসংখ্য বিবাহও দুর্ঘট নহে। উক্ত রূপ কৌলীন্যাদ্যনুকারিণী ব্যবস্থা কেবল বিপ্র-জাতি মধ্যেই প্রচলিতা এমত নহে এতদ্দেশীয় কায়স্থ প্রভৃতি শূদ্রজাতি মধ্যেও ব্যবহৃতা হয়।

এদেশের কতক গুলিন বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের কন্যা বিবাহের রীতি শ্রবণে বধির হওয়াই উচিত। তাঁহারা গর্ভস্থিত বালকের সহিত গর্ভস্থ বালিকার বিবাহের সমন্ধ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। সমবয়স্ক পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিলে গুণ দোষ ও সুখ দুঃখ অল্প বিবেচনা করিলেই সকলের বোধ গম্য হইতে পারে সুতরাং তদ্বিষয়ে বাহুল্য বর্ণন বাহুল্য মাত্র।

বিদ্যা রূপ আলোকাভাবে বঙ্গ দেশীয় যোষিদ্‌গণের যে রূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহা লিখিতে বিস্মৃত হই নাই। প্রাবৃট্‌ কালে মেঘাচ্ছন্ন দিবসে গভীর ধ্বনি বিশিষ্ট বৃষ্টিধারা নেত্র পথ প্রবিষ্ট হইয়া যে চিত্তকে আহ্লাদিত করে বসন্ত কালে মন্দ মন্দ গন্ধবহ হিল্লোলে কম্পিত তরঙ্গাকার শ্যাম বণ অরণ্যের চারুতা অবলোকন করিয়া যে আনন্দ সঞ্চার হয় শরৎ সময়ে গগণের নির্ম্মলতা ও পয়ঃ প্রবাহের স্বচ্ছতা যে নয়ন ও মনকে আকর্ষণ করে এই সকল দর্শন সুখের এক মাত্র কারণ যেমত ভাস্বান্‌ তদ্রূপ বিদ্যানুশীলন

মানব জাতির মানসিক সুখের মূল কারণ। সুতরাং তাহার অভাবে যোষাগণের সুখেরও অভাব হইয়াছে দোষেরও শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি হইতেছে ঈর্ষ্যা মাৎসর্য্য দ্বেষ হিংসা ও অসূয়া নারীদিগকেই আশ্রয় করিয়াছে।

যদি আমরা পাঁচ জন বন্ধু একত্র মিলিত হইয়া বাস করি তবে মনে কর আমাদিগের স্নেহ ও সৌহার্দ্দ কি প্রকার বর্দ্ধিত হয় সর্ব্বদা সদালাপে কাল যাপন করি পরস্পর সভতা ব্যবহার পূর্ব্বক দিন যামিনী সুখী হই ফলতঃ যথার্থ মিত্রের সহিত কালক্ষেপ অপেক্ষা সংসারে আর সুখ নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের ভূমণ্ডলে কেহ মিত্র নাই প্রায় কেহ কাহাকে ভাল বাসে না চিরসঙ্গিনীকেও দ্বেষ ও ঈর্ষ্যা করে কেবল কলহানুসন্ধানেই কাল হরণ করে আমরা কলহকারির কলহ ভঞ্জন করিতে চেষ্টা করি কিন্তু ইহারা যাহাতে বিবাদ বর্দ্ধন হয় তাহারি উপায় অন্বেষণ করে। নির্লজ্জতার কথা কি কহিব সর্ব্বদা যাহার সহিত চারি চক্ষু একত্র করিতে হয় তাহার প্রতিও কটু ও অবক্তব্য দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করে যাহা শ্রবণ করিলে আমাদিগের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং মনে হয় যে স্ত্রীলোকের মুখ আর কদাচ অবলোকন করিব না। তাহারা মানসিক অলঙ্কার বিদ্যা বিহীন হইয়া শরীরের অলঙ্কার ও উত্তম পরিচ্ছদকে সংসারের সার

করিয়া ভাবে এবং উহা না পাইলে জীবন সর্ব্বস্ব পতির প্রতিও অসাধারণ প্রেম প্রকাশ করে না। বিশেষতঃ যাহাদিগের সাংসারিক কর্ম্ম অধিক নাই তাঁহারা অবকাশ পাইলেই লোকের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং ঐ কর্ম্মই যেন বিদগণের জীবনের প্রধান আলম্বন। তাহারা লোকের অখ্যাতি ও কুযশঃ প্রকাশ করিতে অশেষ রূপে চেষ্টা করে উভয়ের প্রণয় দেখিলে ইহাদিগের অন্তঃকরণ ব্যাকুল হয় ও প্রণয় ভঙ্গের উপায় অনুসন্ধান করে। অনেক প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে পূর্ব্বে উভয় সহোদর প্রীতি পূর্ব্বক একত্র বাস করিত কিন্তু কেবল স্ত্রীলোকের কুমন্ত্রণায় প্রাণ প্রিয় সহোদরকে তৎক্ষণাৎ পৃথক করিয়া দিয়াছে।

কামিনীগণের রসনা রূপ ভুজঙ্গী যাহার অঙ্গে দংশন করে সে উন্মত্ত প্রায় হইয়া কার্য্যাকার্য্য বিবেক বিহীন হয়। কোশলদেশাধিপতি রাজা দশরথ কৈকেয়ীর মন্ত্রণা জালে পতিত হইয়া প্রাণ তুল্য পুত্র রাম লক্ষ্মণ ও পুত্রবধূ সীতাকে বনবাস দিতে আজ্ঞা করিলেন তদনন্তর পুত্র বিয়োগে শোকাকুল হইয়া স্বজীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সে জাল হইতে মুক্ত হইলেন। লঙ্কাধিপ রাবণ কেবল সূর্পণখার দোষে স্ববংশে ধ্বংশ হইয়াছিল।

অবশেষে এই বক্তব্য স্ত্রীগণ বিদ্যানুশীলন না করিলে এ সকল দোষ হইতে মুক্ত হইবে না।

দ্বিতীয় খণ্ড।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা করিবার যুক্তি ও প্রমাণ।

পূর্ব্ব খণ্ডে এতদ্দেশীয় নারীগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও তাহাদিগের প্রতি শাস্ত্রের কঠিন নিয়ম যথাসাধ্য দর্শাইয়াছি এক্ষণে স্ত্রীলোকের শিক্ষা বিষয়ে যুক্তি ও প্রমাণ যথাশক্তি সঙ্কলন করিতে ইচ্ছা করি।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস করিতে সামান্যতঃ শাস্ত্রীয় নিষেধ আছে বলিয়া অস্মদ্দেশীয় লোকের যে চিরকালিক ভ্রম আছে এবং সেই ভ্রম নিবন্ধন এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির যে দুরবস্থা ঘটনা হইয়াছে তৎসংশোধনার্থ এ পর্য্যন্ত কেহই যত্ন করেন নাই, কেবল যত্ন করেন নাই এমত নহে এতদুপলক্ষ্যে একাল পর্য্যন্ত একটি কথাও কেহ উচ্চারণ করেন নাই। এক্ষণে স্ত্রীগণের কোন অনির্বচনীয় শুভগ্রহ সঞ্চার হওয়াতে এতদ্বিষয়ে যে বাগান্দোলন ও উপায়ান্বেষণ হইতেছে ইহাতেই সদন্তঃকরণ ব্যক্তির অন্তঃকরণ অপর্য্যাপ্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছে সন্দেহ নাই যেহেতু সৎকর্ম্মের অনুকরণও শুভাবহ অতএব এতদ্বিষয়ে উৎসাহ বর্দ্ধক ও প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তক মহাশয়-দিগকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক যুক্তি অনুসারে প্রমাণ সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

স্ত্রীলোকের শাস্ত্রাধ্যয়নে যে নিষেধ আছে সে কেবল দুর্গম্য ও আয়াস সাধ্য বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে। নতুবা নীতি কাব্য অলঙ্কার পদার্থ ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতির অনুশীলন বিষয়ে নিষেধ শাস্ত্রকর দিগের অভিপ্রেত নহে। যথা।

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈঃ। মনুঃ।

স্ত্রীলোকের বৈদিক মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কোন ক্রিয়া নাই।

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি
সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রো যদি জানীয়াৎ
মৃতোহধোগচ্ছতি। তিথিতত্ত্ব ধৃত নৃসিংহতপনীয়বচনং।

গায়ত্রী প্রণব যজুর্মন্ত্র ও লক্ষ্মী বীজ এ সকল উচ্চারণে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই স্ত্রী ও শূদ্র এ সকল জানিলে মরণানন্তর নরকগামি হয়।

স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বিধান।

স্নানং দানং তপোবিদ্যা সর্ব্বমঙ্গল্যবর্দ্ধনং।
উদ্বাহশ্চ কুমারীণাং জন্মমাসে প্রশস্যতে।
শ্রীপতিব্যবহার সমুচ্চয়বচনং।

স্নান দান তপস্যা বিদ্যারম্ভ ও সকল মাঙ্গলিক কর্ম্ম এবং বিবাহ কুমারীদিগের জন্ম মাসেই প্রশস্ত।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা। মহানির্ব্বাণতন্ত্রং।

কন্যাকেও এই রূপ পালন করিবে ও অতিযত্ন পূর্ব্বক

শিক্ষা প্রদান করিবে তদনন্তর ধন ও রত্ন দিয়া বিদ্বান পাত্রের সহিত বিবাহ দিবে।

এই সকল বচনের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে গ্রন্থকারদিগের অভিপ্রায় এই স্পষ্ট বোধ হয় যে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ ও বেদ অধ্যয়নে স্ত্রীদিগের অধিকার নাই অন্য অন্য শাস্ত্র অধ্যয়নে শাস্ত্রকারদিগের নিষেধ দূরে থাকুক বরং পূর্ব্বোক্ত বিধানই আছে। ইহাও অনুমান সিদ্ধ হইতেছে অজ্ঞ স্ত্রী শূদ্রাদির প্রতি বেদাধ্যয়ন নিষেধ কিন্তু তাহারা জ্ঞান লাভের পথে প্রবিষ্ট হইলে বেদ ও বেদান্ত পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে পারে তাহা না হইলে মৈত্রেয়ী ও গার্গী ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু হইয়া বেদের শ্রবণ মনন ও উচ্চারণ করিতেন্ না ও পরম জ্ঞানি ভগবান্ মহর্ষি যোগি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাদিগকে বেদের উপদেশ প্রদান করিতেন্ না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উহার প্রমাণ আছে।

যদি শাস্ত্রে বনিতাদিগের বিদ্যানুশীলনের নিষেধ থাকিত তবে পূর্ব্বতন যোষিদ্গণ কখন বিদ্যাভ্যাস করিত না। পরন্তু পূর্ব্বকালে অনেক স্ত্রী বিদ্যাবতী ছিল ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

যখন রুক্মিণীর অনভিমতে দমঘোষের পুত্র শিশুপাল তাঁহাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিল তখন তিনি সুদামা-নামক ব্রাহ্মণ দ্বারা কৃষ্ণকে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া-

ছিলেন যে পত্র শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশিত আছে পাঠ করিলে বোধ হয় রুক্মিণীর বিলক্ষণ বিদ্যা ছিল।

শকুন্তলা যিনি মেনকার গর্ভে কৌশিক রাজার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও যিনি কণ্ব মুনির পালিতা দুহিতা, তাঁহাকে দুষ্মন্ত রাজা গান্ধর্ব্ব বিবাহে বিবাহ করিয়া তপোধনদিগের তপোবিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক যখন গৃহে প্রত্যাগমন করেন্ এবং যখন শকুন্তলা সাশ্রুনয়না হইয়া কাতরতা পূর্ব্বক আবেদন করিলেন আবার কত দিনের পর এ অধীনীকে স্মরণ করিবেন তখন তিনি এক অঙ্গুরীয় তাঁহার অঙ্গুলিতে প্রদান করিলেন ও কহিলেন এই অঙ্গুরীয় মুদ্রিত অক্ষর প্রতি দিন একটি একটি করিয়া পাঠ করিবে যে দিন পাঠ শেষ হইবে সেই দিন আমার লোক তোমাকে লইতে আসিবে (১)। ইহাতে বোধ হইতেছে শকুন্তলা লেখা পড়া জানিতেন।

মহাকবি ভবভূতি কৃত উত্তর রাম চরিত্র নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে আত্রেয়ীর সহিত বাসন্তীর কথোপকথন প্রস্তাবে এমত বর্ণনা আছে যে আত্রেয়ী বাল্মীকির নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন্। পূর্ব্ব কালীন কামিনীগণ বিদ্যা-

(১)। একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তং। তাবৎ প্রিয়ে মদনুরোধনিদেশবর্ত্তী নেতা জন স্তব সমীপমুপৈষ্যতীতি। কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলং।

ধ্যয়ন না করিলে কবিরা এমত বর্ণনা কখন করিতেন্ না।

হিমালয় দুহিতা পার্ব্বতী বিদ্যাবতী ছিলেন্ কালিদাস কৃত কুমার সম্ভব কাব্যে ইহার প্রমাণ আছে (১)।

কালিদাসের জীবন সময়ে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিত এ বিষয়ে আরও প্রমাণ আছে। কর্ণাট রাজার পত্নী কালিদাসের প্রতি যে কবিতা দ্বারা ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন (২) তাহাতে বোধ হয় তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

কালিদাসের কামিনীও বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। বিবাহের পর কালিদাস এবং তাঁহার ভার্য্যা এক শয্যায় বসিয়া আছেন এমত সময়ে এক উষ্ট্র শব্দ করিল। কে শব্দ করিল এই কথা তাঁহার পত্নী জিজ্ঞাসা করাতে কালিদাস উত্তর করিলেন উষ্ট, পুনর্বার জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন উট্র, ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পত্নী কপালে করাঘাত পূর্ব্বক কহিল (৩) বিধাতা রুষ্ট হইলে কি না

---

(১) তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং মহৌষধীং নক্তমিবাত্মভাসঃ। স্থিরোপদেশামুপদেশকালে প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ

২। একোঽভূন্নলিনাত্ততশ্চ পুলিনাদ্বল্মীকতশ্চাপরস্তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরব স্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে। অর্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্য রচনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে তেষাং মূর্দ্ধ্নি দদামি বামচরণং কর্ণাট রাজপ্রিয়া।

৩। কিং ন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ কিং ন করোতি সএব হি উষ্টে লুম্পতি রষা ষম্বা তস্মৈ দত্তা বিপুলনিতম্বা। [তুষ্টঃ

করেন্ এবং তুষ্ট হইলে কি না করিতে পারেন যে ব্যক্তি উক্ত শব্দের একবার রলোপ একবার ষলোপ করে এমত মূর্খকে এতাদৃশী পণ্ডিতা ও সুন্দরী কন্যা সমর্পণ করিলেন। খনটের কন্যা সংস্কৃত শাস্ত্র বিশেষতঃ ব্যাকরণ সুন্দর রূপ জানিতেন্। যখন এক জন ধনগর্ব্বিত হীন জাতি তাঁহার বিদ্যাখ্যাতি শ্রবণ করিয়া বল পূর্ব্বক বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়া ছিল তজ্জন্য তাঁহার পিতা জাতি বিনাশ আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া রোদন করাতে সে তাঁহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে তাত তুমি কেন রোদন করিতেছ আমাদিগের গুণ দোষের নিমিত্তই হইয়া থাকে (১)।

এতদ্ভিন্ন বল্লাল সেনের পুত্রবধূ, অনসূয়া, দ্রৌপদী চিত্রলেখা, ও খনা, ইহাদিগেরও শাস্ত্র জ্ঞান ছিল বিশেষতঃ খনার জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল যাহার ভাষা বচন স্মৃতি শাস্ত্র সংগ্রহকার রঘুনন্দন স্বীয় অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে নানা স্থানে প্রমাণ দিয়াছেন। অধিক কি কহিব ভারত বর্ষীয় যোষাগণ এমত বিদ্বান্ ছিল যে কেহ বা গ্রন্থকার মধ্যেও গণিত হইয়াছে।

বিশ্বদেবী গঙ্গাবাক্যাবলী নামে এক স্মৃতি শাস্ত্র

১। তাত ব্যাভট মায়োদ্বাঃ কর্ম্মণোগতিরীদৃশী।
দুর্বধাত্তোরিবাস্মাকং দোষসম্পত্তয়ে গুণঃ।

প্রস্তুত করিয়াছিলেন যাহা সংস্কৃত পাঠশালার পুস্তকালয়ে একখানি আছে পাঠ করিলে বোধ হয় তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। যদি স্ত্রীলোকের শাস্ত্রানুশীলনের বিধান না থাকিত তবে বিশ্বদেবী মহর্ষিদিগের বচন অধ্যয়ন, ও ঐ সকল বচনের মীমাংসা পূর্ব্বক গঙ্গাবাক্যাবলী নামে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রস্তুত করিতেন না।

প্রাচীন নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী বিদ্যাবতী ছিল। লোক মুখে শ্রুত হয় শঙ্করাচার্য্যের সহিত মণ্ডনমিশ্রের বিচার স্থলে তিনি মধ্যস্থ ছিলেন অতএব তাঁহার দর্শন শাস্ত্রে বিশিষ্ট বিদ্যা না থাকিলে উক্ত উভয় দর্শনবেত্তার মধ্যস্থতা পদে অভিষিক্ত হইতে পারিতেন না।

আর এক লীলাবতী যাঁহাকে ভাস্করাচার্য্য প্রায় প্রতি উদাহরণ শ্লোকে সম্বোধন করিয়া লীলাবতী নামক গ্রন্থ করিয়াছেন বোধ হয় তাঁহারও অঙ্ক শাস্ত্রে বিদ্যা ছিল।

পূর্ব্ব কালে স্ত্রীগণ বিদ্যানুশীলন করিত ইহাতে সন্দেহ নাই। মধ্য সময়ে ভারত বর্ষে রাজ্য শাসনের সুশৃঙ্খলতা ছিল না অসভ্য যবন রাজারা যাহার স্ত্রী কন্যা গুণবতী ও সুন্দরী দেখিত তাহাকেই ছল পূর্ব্বক অথবা বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিত এই রূপ নানা উপদ্রব ঘটনা সম্ভাবনায় বালিকাদিগকে কেহ গৃহ বহির্গত করিত না ও তাহ দিগের বিদ্যানুশীলনে অল্প লোক সযত্ন হইত।

কেবল শাস্ত্র বিদ্যায় পূর্ব্বতন কামিনীগণ ব্যুৎপন্ন ছিল এমত নহে তাহারা শিল্প কৌশলে বিলক্ষণ নিপুণ ছিল ইহার প্রমাণ অনেক আছে। ভারত ভূমিস্থ স্ত্রীগণ বিচিত্র রূপে চিত্রপট লিখিতে পারিত তাহার প্রমাণ প্রায় সকল নাটকেতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদাহরণ রূপে একটা স্থল উল্লেখ করা যাইতেছে। রত্নাবলী নাটিকাতে এ রূপ বর্ণন আছে যে রত্নাবলী বৎসদেশাধিপতি উদয়ন রাজাকে একবার নেত্রপথের অতিথি করিয়া তাহার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রপটে উত্তম চিত্রিত করিয়াছিল এবং তাহার সখী চিত্রপট অবলোকন করিয়া তাহাকে অত্যন্ত প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

পূর্ব্ব কালে স্ত্রী লোকেরা এক্ষণকার মত অন্তঃপুরনিরুদ্ধ থাকিত না ইহার প্রমাণ মহাভারতে ও অন্য অন্য স্থানে দেখা যায়। গান্ধারী কুন্তী এবং অন্য অন্য রাজমহিষী যুদ্ধ শিক্ষা পর্য্যন্তও দেখিতে যাইতেন ইহা মহাভারতে স্পষ্ট লেখা আছে। শিশুপালবধকাব্যে এমত বর্ণনা আছে যে শ্রীকৃষ্ণ সপরিবারে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ দেখিতে গিয়াছিলেন এবং সেই গ্রন্থের অনেক স্থানে বিশেষতঃ সপ্তম অবধি একাদশ পর্য্যন্ত এই পাঁচ সর্গ পাঠ করিলে বোধ হয় অনেক স্ত্রী লোক তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল।

পূর্ব্বে কামিনীগণ সকল অবস্থাতেই স্বামি সঙ্গে বাস

করিত। যখন রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার পত্নী জনক নন্দিনীও তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডব যখন দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাত বাসে ছিলেন তখন তাঁহাদিগের ভার্য্যা দ্রৌপদী একত্রে দিন রাত্রি যাপন করিতেন। আর পর পুরুষের সাক্ষাতে স্ত্রী লোকের উপস্থিত হওনের প্রথা না থাকিলে পূর্ব্ব কালে গান্ধর্ব্ব বিবাহের রীতিই সংস্থাপিতা হইতে পারিত না। ইন্দুমতী ও দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে গান্ধর্ব্ব বিবাহের প্রথা স্পষ্ট গম্য হইতেছে।

এতদ্দেশীয় যোষাগণের রণোৎসাহ ও স্বাধীনতাভিলাষের বিষয় লিখিতে হইলে গ্রীক ও কার্থেজ্ দেশীয় স্ত্রী লোকের চরিত্র স্মরণ হয়। যখন প্রদ্যুম্ন শাল্বরাজ কর্ত্তৃক রণে শরাঘাতে পীড়িত হইয়া মূর্চ্ছিত হয়েন তখন তাঁহার সারথি তাঁহাকে সংগ্রাম ভূমি হইতে গৃহে আনয়ন করিতেছিল পথি মধ্যে তিনি চেতন হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন ও সংগ্রাম পরাঙ্মুখ আপনাকে দেখিয়া সারথির প্রতি অনেক বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক কটূক্তি করিলেন ও কহিলেন নারীগণ আমাকে নির্ব্বীর্য্য জ্ঞান করিবে এবং তিরস্কার করিবে অতএব তৎকালীন স্ত্রীগণের রণোৎসাহ না থাকিলে তিনি এ কথা কহিতেন না।

হিন্দু নারীগণ স্বাধীন জন্মভূমির প্রতি অসাধারণ প্রীতি প্রকাশ করিয়া মহামুদ সাহের বিপক্ষে উজ্জয়নী দিল্লী প্রভৃতির ভূপতিরদিগকে স্বীয় অঙ্গের অলঙ্কার সকল বিক্রয় করিয়া সংগ্রাম সাহায্য করিয়াছিল এমত অনেক প্রমাণ আছে যাহাতে বোধ হয় ভারত বর্ষীয় পুরুষ ও স্ত্রীদিগের বল, বীর্য্য, উৎসাহ স্বাধীনতা, ও বিদ্যা প্রচুর রূপ ছিল যাহা স্মরণ করিলে অতি নির্ব্বীর্য্য মনেও একবার উৎসাহ শিখা প্রদীপ্তা হয়। কিন্তু এক্ষণকার দুরবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া তাহাতে আর বিশ্বাস হয় না।

প্রাচীন সময়ে স্ত্রীগণ অন্তঃপুরনিরুদ্ধ থাকিত না বিদ্যা শিক্ষা করিত এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক মনোমত পাত্রকে বিবাহ করিত। ইদানীন্তন বনিতাগণও সকলে একেবারে বিদ্যা রসের আস্বাদ হইতে বঞ্চিত নাই। রাণী ভবানী ও শ্যামা সুন্দরী ইহাদিগের বিদ্যা বিষয়ে বিলক্ষণ সুখ্যাতি ছিল। বীরসিংহ রাজার কন্যা বিদ্যা বিদ্যাবতী ছিল ইহাও অসম্ভব নহে। এক্ষণেও এই কলিকাতা নগরীস্থ এবং কোন কোন পল্লিগ্রাম বাসি কতক গুলিন স্ত্রী লোক লেখা পড়া জানে।

আমরা শুনিয়াছিলাম শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একটি বুদ্ধিমতী কন্যা বাল্যাবস্থাবধি বিদ্যা শিক্ষায় রত ছিলেন এবং সকলে আশা করিত তাঁহা হইতে দেশের

উপকার হইতে পারিবে কিন্তু অতি নৃশংস ও কৃতঘ্ন কাল বঙ্গ দেশের মঙ্গল সহ্য করিলেন না সুতরাং কত বিলাপ অনুতাপ উপস্থিত হয়।

স্ত্রী লোকের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে আর কি প্রমাণ দিব চরাচর সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ পরমকারুণিক পরমেশ্বরের এমত অভিপ্রায় নহে যে নারীগণ বিদ্যানুশীলনে বঞ্চিত থাকিবে। ঈশ্বরের এমত অভিপ্রায় হইলে তিনি বুদ্ধি বিবেক উৎসাহ ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ও উন্নতির আশা প্রভৃতি যে সকল মানসিক ক্ষমতা তাহা স্ত্রীদিগের মনে সংস্থাপিত, ও তাহাদিগকে পুরুষের মত হস্ত পদাদি দ্বারা নির্ম্মিত, করিতেন না।

পৃথিবী মণ্ডলের যে সকল খণ্ডে সামাজিকতার স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে সেই স্থানেই কামিনীগণ বিদ্যা চর্চ্চা করিয়া থাকে সুতরাং ইহা অপেক্ষা আর কি প্রমাণ দিব।

অবশেষে এই বক্তব্য দুই এক জন বিদ্বান্ হইলে দেশের উপকার হয় না আর শাস্ত্রতঃ ও লোকতঃ যাহা নিষিদ্ধ নহে তাহা অনুষ্ঠান করিলে অধর্ম্ম ও অপ্রতিষ্ঠা নাই অতএব সকলে প্রাচীন রীতির অনুবর্ত্তি হইয়া চিরদুঃখিনী গৌড়ীয় কামিনীর দুঃখ দূর করিবার উপায়ান্বেষণ করুন।

তৃতীয় খণ্ড।

স্ত্রী লোকের বিদ্যা হইলে এদেশের কি অবস্থা হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডে স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ক শাস্ত্রীয় ও লৌকিক প্রমাণ অনেক প্রদর্শন করিয়াছি তাহাতে ইহা নিশ্চয় হইতে পারে পূর্ব্বতন যোষিদ্‌গণ বিদ্যাভ্যাস করিত ও কেবল অন্তঃপুর নিরুদ্ধ থাকিত না তাহারা পুরুষের মত সাহস ও উৎসাহ শক্তি সম্পন্ন ছিল প্রয়োজন বশতঃ সর্ব্বত্রে গতি বিধি করিত। এক্ষণে স্ত্রী লোকেরা বিদ্যাবতী হইলে ভারত বর্ষের যে সুন্দর সৌভাগ্য হইতে পারে তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম

লজ্জা লোকাচার ভয় স্নেহ দাক্ষিণ্য সরলতা সুশীলতা ও নম্রতা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণ শরীর ও মনের ভূষণ তাহা কেবল বিদ্যার আলোকাভাবে এদেশের স্ত্রী লোকদের প্রকাশিত হয় না। আমরা নিশ্চয় জানি গৌড়ীয় কামিনীগণকে সে সকল গুণ একেবারেও পরিত্যাগ করে নাই কিন্তু বিদ্যার আলোকাভাবে তাহার প্রভা আমরা দেখিতে পাই না। যদি স্ত্রীগণ বিদ্যানুশীলন করে তবে বঙ্গ দেশ এই সসাগরা ধরার সকল প্রদেশ অপেক্ষা বিখ্যাত হইতে পারে।

আমরা আশা করি এদেশের বুদ্ধিমান নারীগণের মনে বিদ্যা রূপ বীজ নিঃক্ষেপ করিয়া উৎসাহ বারি

দ্বারা সেচন করিলে অবশ্য অদ্ভুত ফল ফলিতে পারে। তাহারা নীতিজ্ঞ হইলে কদাচ কুমার্গে ধাবমান হয় না ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অধর্ম্মকে ঘৃণা করে, অন্য অশিক্ষিত স্ত্রী লোকের উপকার তাহারাই স্বতন্ত্র রূপে সম্পাদন করিতে পারে, পুরুষের সাহায্য করিয়া কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগের ক্লেশ ও শ্রম লাঘব করিতে শক্ত হয়, গৃহ কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা ও সুনিয়ম তাহারাই স্থাপন করে, প্রয়োজন বশতঃ পত্রাদি লিখিতে হইলে পরের উপাসনা করিতে হয় না, বালক ও বালিকাদিগের বিশেষ উপকার তাহারাই করিতে সমর্থ হয়।

স্ত্রীগণ বিদ্যাভ্যাস করিলে অনেক মঙ্গল সম্ভাবনা। মনে কর যদি কন্যার মাতা বিদ্যার স্বাদ অবগত থাকেন তবে কি জামাতার ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃষ্টি করেন? না তিনি বিদ্বান ও সুশীল পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেন সন্দেহ নাই সুতরাং পরস্পর বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইলে দম্পতির অসম্প্রীতি ও কলহ নিবারণ এবং পরম সুখে কাল যাপন সম্ভাবনা। ভার্য্যা মূর্খ হইলে স্বামির যে রূপ দুঃখের আধিক্য বিদ্যাবতী হইলে সেই রূপ সুখের প্রবাহ বর্দ্ধিত হয়। যদি ভার্য্যা কোন বিষয়ের সুরস পদ্য অথবা গদ্য উত্তম রূপ লিখিতে পারে তবে স্বামির মনে কত আহ্লাদ ও সন্তোষ উদিত হয় তাহা বর্ণনা সাধ্য নয়।

এক্ষণে বালিকাদিগের শিক্ষা প্রদানে যত্ন ও উৎসাহ হইলেও কি রূপে সমাধা হইবে ইহা ভাবিয়া অস্থির হইতে হয় কিন্তু বাটীর মধ্যে এক জন স্ত্রী লোক লেখা পড়া জানিলে অনায়াসে সকল বালিকার উত্তম রূপ শিক্ষা হইতে পারে। এক জনের বিদ্যানুশীলনে যত্ন দেখিয়া সকলের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহ হয় ও তাবতেই কৃত বিদ্য হইতে পারে।

কেহ কেহ কহেন স্ত্রী লোকের এতাদৃশী বুদ্ধি নাই যাহাতে বিদ্যাভ্যাস করিতে সমর্থ হয় কিন্তু এ অতি অজ্ঞের কথা যেহেতু তাহারা অনেকে বিদ্যার পারদর্শিনী হইয়াছে ইহার অনেক প্রমাণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে বরং পুরুষ অপেক্ষা তাহাদিগের মেধা অধিক যাহাতে তাহারা শীঘ্র অভ্যাস করিয়া বহুকাল মনে স্মরণ রাখিতে পারে। এদেশে অবলাদিগের বিনা উপদেশে শিল্প কর্ম্ম যে রূপ পারিপাট্য অবলোকন করি তাহাতে বোধ হয় পুরুষ অপেক্ষা তাহাদিগের বুদ্ধির চতুরতার ন্যূনতা নাই। তাহাদিগের লেখা পড়ার বিষয়ে বুদ্ধি পরীক্ষা না করিয়া এমত কথা কহা অতি অন্যায়।

বহু কালাবধি গৌড়ীয় কামিনীগণের বিদ্যা চর্চ্চা না থাকাতে তাহাদিগের মনে এমত কুসংস্কার জন্মিয়াছে যে সকলেই কহিয়া থাকে স্ত্রী লোক বিদ্যা

শিক্ষা করিলে বিধবা হয় অতএব যদি কোন ব্যক্তির তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতে চেষ্টা হয় তথাপি তাহারা সে উপদেশ গ্রাহ্য করে না। হায় বিদ্যা বিষয়ক সংস্কার থাকিলে কি এমত অমূলক কুসংস্কার জন্মিতে পারে? সর্ব্বদা তাহারা দেখিতে ও শুনিতে পায় ইংলণ্ডীয় ও অন্যান্য দেশীয় নারীগণ বিলক্ষণ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও স্বামি সৌভাগ্য সুখে সময় সম্বরণ করিতেছে।

এক্ষণে বিধবাদিগের দুঃখ স্মরণ করিলে হৃদয় ব্যাকুল হয় কিন্তু বিদ্যা থাকিলে তাহাদিগের এতাদৃশ দুঃখ ও দুর্দ্দশা কখন থাকে না। তাহারা বিদ্যা রস বশম্বদ হইয়া সকল অসুখ ও অসৌভাগ্য একেবারে বিস্মৃত হয় এবং অন্তঃপুরস্থ সমস্ত বালিকাদিগকে বিদ্যা প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট ও পুস্তকের উপরি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া হৃষ্ট থাকে। ফলতঃ এদেশের বিধবা নারী স্বামি বিয়োগে কাতরা হইয়া রাত্রি দিন সেই চিন্তা করে তাহাদিগের এমত কোন উপায় নাই যাহাতে দুই দণ্ড মনঃ সুস্থ থাকে অতএব কেহ কেহ ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া অধর্ম্মকে আশ্রয় করে কেহবা কুলে জলাঞ্জলি দিয়া কলঙ্কিনী হয়। অধিক কি কহিব কখন কখন তাহারা গৃহের গুরুতর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অজ্ঞানপ্রভাবে আত্ম ঘাতিনী পর্য্যন্তও হয়। অতএব তাহা-

দিগের ক্লেশ নিবারণ ও ধর্ম্মাবলম্বন এ উভয়ের পথ কেবল বিদ্যা, বিদ্যাভ্যাসে সতত চিত্ত রত থাকিলে সকল দুঃখ বিস্মৃত হওয়া যায় অন্য দিকে কখন মনঃ ধাবমান হয় না। বস্তুতঃ বিদ্যা রূপ অঙ্কুশ ব্যতিরেকে মনোরূপ মত্তমাতঙ্গকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবারণ করা অতি কঠিন।

আমাদিগের দেশে এমত শত শত দেখিতেছি পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি ধনী ছিল অথবা প্রথমাবস্থায় অনেক ধনোপার্জ্জন করিত পরে অদৃষ্ট ক্রমে ব্যয় করিয়া বা ধনোপার্জ্জনের উপায় হীন হইয়া দীন হইলে, প্রকৃত বন্ধু নহে অথচ বন্ধুত্ব প্রকাশ করে এমত ব্যক্তিরা আর তাহার নিকট যায় না এবং তাহার প্রেয়সীও পূর্ব্বের মত প্রিয় বাক্য কহে না এবং শ্রদ্ধা ভক্তি ও স্নেহ করে না, সম্প্রীতিরও হ্রাস প্রকাশ করে। অতএব বিবেচনা কর প্রথমতঃ তাহার ধন হানি জন্য চিন্তা, দ্বিতীয়তঃ বন্ধুবান্ধবের বিচ্ছেদ জন্য কাতরতা, তাহাতে ভার্য্যার অপ্রীতি সূচক গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিলে যে কি আকস্মিক দুঃসহ দুঃখের উদয় হয় তাহা লেখনী ও বচনের বর্ণনাতীত। তাহার কখন সংসার বৈরাগ্য হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় কখন জীবনে বিরক্তি হইয়া আত্মঘাত করিবার অভিলাষ হয় এ রূপে তাহার সকল পুরুষার্থ হইতে

ভ্রষ্ট হওয়াও কঠিন নহে। কিন্তু স্ত্রী বিদ্যাবতী হইলে কখন এ রূপ ব্যবহার করে না বরং প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাহাকে সকল চিন্তা ও ভাবনা হইতে মুক্ত করে।

স্বামী দিনমান বিষয় কর্ম্মে পরিশ্রম করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে প্রিয়ভার্য্যার মিষ্টি ও সন্তোষ জনক বাক্যে তাহার সকল পরিশ্রম দূর হয় ও বিদ্যা বিষয়ক আলাপে কাল যাপন করে। গৃহস্থাশ্রমের এই প্রধান সুখ কিন্তু বঙ্গ দেশে নারীগণের বিদ্যাভাব প্রযুক্ত তাহারও অভাব হইয়াছে।

বনিতাগণের মনে বিদ্যা রস প্রবাহিত হইলে ধর্ম্ম-জ্ঞান, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, মানসিক ক্ষমতা আচারের সুশৃঙ্খলতা, ও সুখের উন্নতি, অতিশয় রূপে হয়। আমরা প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছি ভ্রাতৃ বিরোধের কারণ প্রায় যোষিদ্গণ, কিন্তু তাহারা বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহাদিগের মনে ঈর্ষা হিংসা অসূয়া ও মৎসরতা কখন থাকে না এবং কদাপি কলহে কাল যাপন করে না কিন্তু সকলের সহিত প্রণয় পূর্ব্বক সুখ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষায় সময় সম্বরণ করে।

সংসার আশ্রমে বাস করিয়া বিদ্যা যে কি পদার্থ তাহা ক্ষণকাল মনোমধ্যে বিবেচনা করিলে রসনা তাহার কত গুণ আলোচনা করে। দেহি মাত্রেই কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেরি বিদ্যোপার্জ্জনে অন্তঃকরণকে নিয়ত

নিযুক্ত রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই অসার জগৎ বিদ্যা রূপ সার বস্তু থাকাতে সংসার নামে বিখ্যাত হইয়াছে ফলতঃ সংসারের সকল বস্তুই অসার কেবল বিদ্যাই সার। বিদ্যা তুল্য হিতকারি বন্ধু আর দৃশ্যমান হয় না। যেমত অতি মলিন ও ধূলিধূষর প্রস্তর যত শাণ দ্বারা ঘর্ষণ করে ততই তাহার প্রভা প্রভাকরের আভার ন্যায় প্রদীপ্ত হয় তদ্রূপ বিদ্যা শাণ দ্বারা লোকেরা যে পরিমাণে আপন মনকে ঘর্ষণ করিবে ততই তাহাদিগের বুদ্ধি উজ্জ্বল ও অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইবে।

পয়ঃপান দ্বারা পিপাসা শান্তি হইলে যে প্রকার আনন্দ হয় চির বিযুক্ত মিত্র মিলন দ্বারা যে রূপ হৃদয়ে সুখ ধারা বর্ষণ করে নিবিড় ঘন ঘটায় ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে রাজমার্গে আলোক অবলোকন করিয়া যে রূপ চিত্ত হর্ষে পুলকিত হয় তদ্রূপ বিদ্যামৃত অজ্ঞান তৃষ্ণা নষ্ট করিয়া হৃদয়কে হৃষ্ট ও প্রফুল্ল করে। সেই বিদ্যামৃত পান করিলে স্ত্রী লোকেরা সুখী হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? বরং আরও পুরুষদিগের অশেষ ক্লেশ নিবারণ হইবার সম্ভাবনা। বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষীয় পুরুষদিগের সংসারের অশেষ দুঃখ সম্ভোগ করিতে হয়। প্রথমতঃ ধনোপার্জ্জন ধন রক্ষণ ও ধন বর্দ্ধনের চিন্তা দ্বিতীয়তঃ

তাহার সুনিয়মে ব্যয় তাবৎ চিন্তাই পুরুষদিগকে করিতে হয়। কি কহিব কোন স্থানে এক খানি পত্র লিখিতে হইলে পুরুষের উপাসনা ব্যতিরেকে তাহা সম্পন্ন হয় না। কোন গৃহস্থ বিদেশ গমন করিতে বাধিত হইলে তাঁহার অগ্রে এই ভাবনা উপস্থিত হয় বাটীতে কে থাকিবে ও কি রূপে গৃহ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের জমিদারি অথবা বাণিজ্য কিম্বা লাভ সংক্রান্ত ব্যাপার থাকে তাঁহাদিগের পুরুষ ব্যতিরেকে কোন প্রকারে চলে না। তদ্বিষয়ক লেখা পড়া ও হিসাব আমাদিগের অভাগা স্ত্রী লোকেরা কিছুই জানে না তাহারা প্রায় এক কুড়ি দশ টাকা বই ত্রিশ টাকা কহিতে জানে না সুতরাং অনেক স্থানে শুনিয়াছি ও দেখিতেছি যোষিদগণের হস্তে তাবৎ বিষয় কর্ম্মের ভার অর্পিত হইলে তাহা শীঘ্র বিনষ্ট হয়। দুষ্ট লোকেরা প্রলোভ দেখাইয়া, বা অপর উপায় দ্বারা তাহার বিষয় হস্তগত করে। ফলতঃ এতদ্দেশীয় স্ত্রী জনকে প্রতারণা করা অতি সহজ। কিন্তু তাহারা লেখা পড়া জানিলে বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সক্ষম হয় ও তদ্বিষয়ক সকল লেখা পড়া বুঝিতে এবং বুঝাইতে পারে। রাণী ভবানী যদি বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস না করিতেন তবে তাঁহার স্বামি মরণানন্তর কখন তাবৎ বিষয় রক্ষা করিতে

পারিতেন না ও সকলের নিকট প্রতিষ্ঠা এবং সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইতেন না। রাণী ভবানীর এতাদৃশী কীর্ত্তি যে বাঙ্গলায় অদ্যাপি সকল লোকে তাঁহার নাম স্মরণ করিতেছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহার পতির নাম অল্প লোকে অবগত আছে। শাস্ত্রকারেরাও ধন রক্ষণ ও ধন ব্যয়ের ভার স্ত্রী লোকের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন।

অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিযোজয়েৎ। মনুঃ

অর্থের সংগ্রহে ও ব্যয়ে স্ত্রী লোককে নিয়োগ করিবে।

স্ত্রী লোক লেখা পড়া জানিলে ধন রক্ষা করিতে দক্ষ হয়। স্বামিলিখিত পত্রাদি পতির নিকট লিখিতে হইলে তাহারা আপনারাই লেখে এবং স্বামিকে নিজ দুঃখে দুঃখী ও সুখে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে।

ভূত প্রেত ও ব্রহ্মদৈত্যের ভয় প্রায় স্ত্রী লোককে আশ্রয় করে তাহার কারণ কেবল বিদ্যার অনমুশীলন। অজ্ঞ লোকেরা ভুজঙ্গ ভল্লুক এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতির স্বাভাবিক ভয় ও ভয়ানক মৃত্যু ভয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া কাল্পনিক ভয়ের কল্পনা করিতে ক্রটি করে না কিন্তু যে স্থানে বিদ্যার আলোচনা বাহুল্য রূপে হইতে থাকে সেখানে আর ভূত ব্রহ্মদৈত্যের ভয় লোকের হৃদয়কে আক্রমণ করিতে পারে না। এক্ষণে এই কলিকাতা নগরীতে সে সকল ভয় বিরল প্রচার প্রায় পরন্তু পল্লীগ্রামে বিশেষতঃ বনবিষ্ণুপুর প্রদেশে লোকেরা

ভূত প্রেতের কাল্পনিক গল্প প্রত্যক্ষের ন্যায় জল্পনা করে শ্রোতারাও অত্যন্ত ভয়ে ভীত হয়। অনেক স্থানে শ্রবণ করা গিয়াছে ভূতের ভয়ে অনেকে মূর্চ্ছাপন্ন ও জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া থাকে। ইহা কি লোচন গোচর হয় নাই যে বিকারাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে ভূতাবিষ্ট ভাবিয়া অচিকিৎসাতে ভীষণ কাল সদনের অতিথি করে। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি পল্লিগ্রামে এক বাটীতে কতক গুলিন স্ত্রী লোক বসতি করিত ও পুরুষেরা বিদেশে থাকিত এক গর্ভবতী সূতিকা গৃহে প্রসূতা হইয়া ঘোর বিকারে উন্মত্ত প্রায় প্রলাপ করাতে সকলে কহিল ইহার উপরি ভাব হইয়াছে (অর্থাৎ ইহাকে ভূতে পাইয়াছে) এই স্থির করিয়া বিজ্ঞলোকের উপদেশ তৃণ জ্ঞান পূর্ব্বক ভূতের রোজা আনাইল এবং ভূতের রোজার কাল্পনিক ও ভয়ানক চিকিৎসাতে শীঘ্র তাহাকে শমন সদনের অতিথি হইতে হইল। এ রূপে এদেশে সহস্র সহস্র লোকের বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে স্ত্রীগণকেই ডাইনে টান দেয় ইহাদিগকেই ভূতে পায় পক্ষি প্রভৃতির কোলাহল ধ্বনিতে ইহারাই অশুভ অনুমান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে রোম ও গ্রীক দেশেও পশু প্রভৃতির নাড়ীর আকৃতি পরীক্ষা করিয়া ভাবি মঙ্গল বা অমঙ্গল বলিতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে যত বিদ্যা ও সামাজিকতার

স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে ততই আর ভবিষ্যদ্বক্তা-দিগের ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও অমঙ্গল সূচক বাক্য আমা-দিগকে প্রতারণা করিতে পারে না। অতএব বনিতাগণের মনে বিদ্যাঙ্কুর জন্মিলে ভূত প্রেতাদির কাল্পনিক ভয় জনিত অনিষ্ট নিবারণ হয় ও এবম্বিধ অন্যান্য মিথ্যা ভয় অদৃশ্য হইতে পারে।

অবলাগণ বিদ্বান্ হইলে বালক ও বালিকারা অনায়াসে সুপণ্ডিত হইতে পারে যেহেতু তাহারা সর্ব্বদা বিদ্যা বিষয়ক উপদেশ পাইলে ক্রীড়ায় অধিক কালক্ষেপ করিতে পারে না ও উপদেশকাভাবে বসিয়া থাকে না। মনে কর যাহারা পল্লিগ্রামে বাস অথচ অর্থোপার্জ্জন জন্য নগরে প্রবাস করে অধিক অর্থ ব্যয়ে অসামর্থ্য অথবা নগরে রোগ ভয় প্রযুক্ত স্বীয় সন্তানদিগকে নিকটে রাখিতে পারে না তাহাদিগের পরিবারেরা যদি শিক্ষা প্রদানে শক্ত হয় তবে সেই প্রবাসি ব্যক্তির অসন্নিধান বশতঃ তদীয় সন্তান কখন মূর্খ হয় না কিন্তু এক্ষণে আমি সহস্র সহস্র বালক দেখাইতে পারি যাহাদিগের ঈশ্বর দত্ত স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও আছে কেবল উক্ত কারণ বশতঃ মূঢ়তা হইতে মুক্ত হয় নাই। প্রসূতি বিদ্যাবতী হইলে পুত্রের অনেক উপকার হয়। মাতা যে রূপ শৈশবাবস্থাতে স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা ও তদনন্তর উত্তম আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি

বর্দ্ধন করেন তদ্রূপ বাল্যাবস্থায় জ্ঞান প্রদান করিলে মনের সংস্কার এমত সুদৃঢ় হয় যাহা বার্দ্ধক্যাবস্থায়ও বিস্মৃত হওয়া যায় না। মাতৃ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ড দেশে অনেকে বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। সার উইলিয়ম জোন্স যিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং যাঁহার অনুসন্ধান নানা বিষয়ক ছিল তিনি মাতৃ উপদেশ অশেষ রূপে প্রাপ্ত হইয়া এতাদৃশ কৃতবিদ্য ও যশস্বী হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড দেশে যাঁহারা বিদ্যাবত্তা ও বহুদর্শিতায় লোক সমাজ মধ্যে প্রধান তাঁহারা কহেন কেবল মাতৃ উপদেশে আমরা এতাদৃশী মানসিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ধন্যম্মন্য হইয়াছি।

এক্ষণে পিতা মাতা কৌলীন্য মর্য্যাদা অথবা ধনের উন্নতি দেখিয়া কুৎসিত ও মূর্খকেও কন্যা সম্প্রদান করেন। তাহাতে সেই সেই কন্যা আত্ম সমর্পণ কালে কোন আপত্তি উথাপন না করিয়া পিত্রাদি প্রারিপ্সিত সেই বিবাহে সম্মত হওয়াতে তাহাদিগকে দোষী বলিতে পারি না কারণ তাহাদিগের বিদ্যা নাই যাহাতে সদসদ্বিবেচনা পূর্ব্বক মনোগত পাত্রের সহিত বিবাহের অভিলাষ প্রকাশ করিতে পারে দ্বিতীয়তঃ পরাধীন। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি তাহাদিগের বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা সদসদ্বিবেচনা হইলে এরূপ বিবাহের রীতির

প্রতি অবশ্যই আপত্তি করে এবং পিতা মাতাও সেই সেই কন্যার সম্মতি ব্যতিরেকে কখন বিবাহ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়েন না। বিশেষতঃ মাতা বিদ্যাবতী হইলে বাল্যাবস্থায় কন্যার বিবাহ দিতে কখন অনুমতি করেন না। এ রূপে সদসদ্বিচার করিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিবাহ হইলে স্বামী কন্যার মনোভিমত হয় ও পরস্পর বিবাদ কলহ ঘৃণা ঈর্ষ্যা প্রভৃতি অসুখের হেতু কিছু হইবার সম্ভাবনা থাকে না সুতরাং ইহাও অল্প সৌভাগ্যের কর্ম্ম নহে।

বিবেচনা করিলে আমাদিগের দেশে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ধনী প্রায় বিরল, যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ সঞ্চিত ধন আছে তাঁহারা অনেকে অপব্যয়ে নিরর্থক অর্থ নাশ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন কেহবা কৃপণতা প্রযুক্ত স্বীয় উদর সম্পূর্ণ রূপে পরিপূর্ণ করিতে কাতর হয়েন সুতরাং দেশের উপকার ও দেশীয় ব্যক্তির সাহায্য কি রূপে করিবেন। বিশেষতঃ ভারত বর্ষীয় পুরুষেরা কেহবা অল্প বিদ্যাভ্যাস কেহবা কিছুই না করিয়া সংসারের ভারগ্রস্ত হইলেই ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা করেন তাঁহাদের হইতেই বা দেশের কি উপকার হইবে স্বীয় উদর পরিপূরণই তাঁহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু নারীগণের ধনোপার্জ্জন করিবার চিন্তা নাই, পরের সেবা ও তোষামোদ প্রায় করিতে হয় না, ধনমদোন্মত্ত

গর্ব্বিত লোকের গর্ব্ব যুক্ত বাক্যকে কর্ণ কুহরে স্থান দান করিতে হয় না, বাণিজ্য কার্য্যে দুর্যোগ জন্য অধৈর্য্য নাই, লাভালাভ ভাবনায় রজনীতে নিদ্রা না হইয়া অসুস্থতাগ্রস্ত হইতে হয় না, নদী তরঙ্গে নৌকা ভঙ্গ হইয়া দ্রব্যাদি বিনাশের আশঙ্কা নাই, কৃষি-কুসীদের ব্যাঘাত চিন্তা করিতে হয় না, কেবল গৃহ কর্ম্ম নির্বহণ কালে কায়িক পরিশ্রম, তদ্ভিন্ন সকল কালেই বিশ্রাম করে। যদি এই অবস্থায় তাহারা শিল্প বিদ্যা ও শাস্ত্র বিদ্যা অনুশীলন করে এবং তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে তবে বঙ্গ দেশের মহিমার সীমা থাকে না, দেশের উপকার, বিশেষতঃ পুরুষ-দিগের উপকার, তাহারা যথেষ্ট রূপে করিতে পারে। মনে কর যদি তাহারা কোন প্রতিমূর্ত্তি কিম্বা কোন বস্ত্রাদিতে সুচীর সূক্ষ্ম কর্ম্ম পারিপাট্য ও বৈচিত্র্য রূপ বিস্তার করিতে পারে তবে সেই সকল দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রয় করিলে গৃহস্থের অনেক ভার লাঘব হইবার সম্ভাবনা, এক্ষণে বিবিরা যাঁহাদিগের স্বামী সংসারের ব্যয়োপযোগি অর্থ না রাখিয়া পঞ্চত্ব পাই-য়াছেন, তাঁহারা প্রায় এই রূপে সংসার নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

যদি বঙ্গদেশস্থ বনিতারা শাস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ হইয়া কোন ইতিহাস, কিম্বা কোন কাব্য, অথবা অন্য শাস্ত্র

কিম্বা কোন মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত, অথবা পদার্থ বিদ্যা অথবা ভূগোল বৃত্তান্ত, কিম্বা আকাশ বিষয়ক গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির গতি বিধি নিরূপণ, ইত্যাদি কোন গ্রন্থের অনুবাদ অথবা রচনা গদ্য কিম্বা পদ্যেতে করিতে পারে তবে তৎপাঠে দেশস্থ লোকের উপকার, অধিক মূল্যে বিক্রয় হইলে সংসারের উপকার, ও স্বীয় নাম ও যশঃ জগন্মণ্ডলে ব্যাপ্ত হইলে স্বীয় উপকার হয়। আমরা যখন একটি কিম্বা দুইটি পদ্য রচনা হেতু চির বিনষ্ট কামিনীগণকে অদ্যাপি স্মরণ করিতেছি, তখন গ্রন্থকারের কীর্ত্তি চিরজীবিনী ও ভূমণ্ডল ব্যাপিনী হইবে ইহাতে সন্দেহ কি। যদি গৌড়ীয় সীমন্তিনী ইংলণ্ড কামিনী এজ্‌ওয়ার্থ, সমরবিল, হ্যানামুর, ল্যাণ্ডন, হীমেন্স, সেলি ইহাদিগের তুল্য বিখ্যাত গ্রন্থকারিণী হইতে পারে তবে ইহা অপেক্ষা আমরা আর কি সৌভাগ্যের প্রত্যাশা করিব।

হায় কত কালের পর এদেশ পণ্ডিতময় হইবে, স্ত্রীলোকেরা গ্রন্থকর্ত্তা হইবে, পুরুষদিগের চিন্তা হ্রাস হইবে, ও আঁমাদিগের আশা পরিপূর্ণ হইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

স্ত্রীগণের বিদ্যানুশীলনের উপায়।

স্ত্রীলোকের বিদ্যা হইলে যে উপকার ও মঙ্গল সম্ভাবনা তাহা লিখিয়াছি। আমরা দুর্ভাগ্য ভারত বর্ষে সে সকল উপকারের আশা করিতে পারি না যে সকল উপায় দ্বারা স্ত্রীগণ বিদ্যানুশীলন করিতে সমর্থ হয় তাহার কোন উপায় এক্ষণে প্রত্যক্ষ গোচর হয় না। ফলতঃ যে সকল উপায় ভারত বর্ষীয় নারীকে বিবিগণের সহচরী করিতে পারে এ উপায় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ সকলেরি অনুসন্ধেয় অতএব তাহার বিস্তার করা আবশ্যক। এই খণ্ডে এই বিষয়ে যথাশক্তি বিস্তারিত করিয়া লিখিতে প্রস্তুত হইলাম।

বিদ্যানুশীলন প্রকাশ্য পাঠশালায় অথবা স্বীয় সদনে গোপনে উভয় স্থানেই হইতে পারে। আমরা প্রকাশ্য বিদ্যা মন্দিরে বিদ্যাভ্যাসে অধিক উপকার দেখিতে পাই সেখানে কেবল বিদ্যাবৃদ্ধি হয় এমত নহে কিন্তু বিদ্যাবৃদ্ধির সহিত স্বভাবের পরিবর্ত্ত হয়। মনে কর যদি কোন বালক অথবা বালিকার অসৎ স্বভাব থাকে সে যদি অনবরত সৎসঙ্গে সৎস্বভাবের উপদেশ অশেষ রূপে প্রাপ্ত হয় তবে কি সে স্বীয় খলতা ও চঞ্চলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎপথের অতিথি হইতে অভিলাষ করে না? সে কি অন্যের বিদ্যাবিষয়ক দৃঢ়তর উৎসাহ

ও উদ্যম অবলোকন করিয়া আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা স্বয়ং সেই রূপ উৎসাহী ও উদ্‌যুক্ত হইতে মানস করে না অবশ্য তাহারা উৎসাহান্বিত হয় সন্দেহ নাই। সকলেই অবশ্য স্বীকার করেন বালক ও বালিকাদিগের এমত স্বভাব যে তাহারা স্বেচ্ছাধীন কোন দিন বিদ্যাভ্যাস করে না, তাহারা সর্ব্বদা ক্রীড়াতে আসক্ত, তাহাদিগের শারীরিক পরিশ্রমে বিশ্রাম নাই, মানসিক শ্রমে কখন মনঃ ধাবন করে না, তাহারা কেবল শিক্ষকের ভয়ে পাঠাভ্যাস করে. অতএব প্রথমতঃ তাহাদিগকে প্রকাশ্য বিদ্যাসদনে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

বাল্যাবস্থায় বিবাহ, ইতর লোকের সহিত বাস ঘৃণা, এবং সামান্য পরিচ্ছদ এই তিন আপাততঃ এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাসের প্রধান প্রতিবন্ধক বোধ হইতেছে। এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণ বিবাহের পর আর প্রায় গৃহের বাহির হইতে পায় না পঞ্জর বদ্ধ পক্ষির মত অন্তঃপুর-রুদ্ধ থাকে। কি কহিব এতদ্দেশীয় পুরুষেরা যাঁহার সহিত পরম বন্ধুতা আছে এবং যাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও স্নেহ করেন তাঁহার সহিতও আলাপ দূরে থাকুক চক্ষুর সম্মুখে নিজ ভার্য্যাকে গমন করিতেও বারণ করিয়া থাকেন। উৎকৃষ্ট জাতির দুহিতা নিকৃষ্ট জাতির সমভিব্যাহারিণী হইলে পিতা মাতা অপমান জ্ঞান

করেন ও হীন জাতির সঙ্গকে ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করাইতে চেষ্টা করেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের পরিচ্ছদের পরিচয় কি দিব তাঁহারা যে পরিচ্ছদ পরিধান করেন সে অতি সামান্য। বিশেষতঃ ধনিগণের পরিবারেরা প্রায় এমত অম্বর পরিধান করিয়া থাকেন যে তাহাকে অম্বর বলিলে বলা যায় অর্থাৎ সে বস্ত্র পরিধান ও অপরিধান দুই সমান। শাস্ত্রানুসারে অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসর সময়ে কন্যার বিবাহ দিলেও এবং অপকৃষ্ট জাতির সহবাস না করিয়াও যে রূপ বালিকারা বিদ্যা সদনে বিদ্যাভ্যাস করিতে সমর্থ হয় এ উপায় পশ্চাৎ লিখিব কিন্তু তাহাদিগের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্ত করা ত্বরায় কর্ত্তব্য। পশ্চিম দেশীয় যোষিদ্‌গণ যে রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করে সেই রূপ কাঁচলি ঘাগরা ও প্রাবার এতদ্দেশীয় নারীদিগের ব্যবহার করা উচিত যেহেতু এ রূপ বস্ত্র পরিধান না করিলে তাহারা প্রকাশ্য স্থানে উপহাসাস্পদ ও অসভ্য প্রায় লোচন গোচর হয়।

এতদ্দেশে বহুকালাবধি স্ত্রীগণের প্রকাশ্য স্থানে গতাগতি না থাকাতে এতাদৃশী প্রথা হইয়াছে যে যদি এক্ষণে কোন ভদ্র লোকের গৃহিণী কোন প্রকাশ্য সমাজে উপস্থিত হয়েন তবে সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করেন ও তাঁহার স্বামির অথবা পিতা মাতার অপমান সূচক অবক্তব্য বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক অখ্যাতি ঘোষণা

করিতে সকলেরি বাসনা হয়, সুতরাং যাঁহাদিগের মনে স্ত্রীলোকের দুরবস্থা দূর করিবার বাঞ্ছা আছে তাঁহারাও এই লোকাপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় মনোরথ মনেই লীন করেন প্রকাশ করিতেও ভয় হয়। অতএব ভারত ভূমির বন্ধুবর্গকে এই পরামর্শ প্রদান করা উচিত যে তাঁহারা প্রথমতঃ নির্ভয় হউন এবং সকলে একেবারে স্বীয় কন্যাদিগকে পুত্র সন্তানের মত বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রেরণ করুন এ রূপে ক্রমে অধিকাংশ লোক বঙ্গ দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইলে লজ্জাই বা কি? ভয়ই বা কি? দশ জন মিলিত হইয়া যদি কোন অসৎ কর্ম্মও করে তথাপি তাহাদিগের লজ্জা ও ভয় হয় না পরন্তু এ অসৎ কর্ম্ম নহে।

যদি পুরুষেরা পুরুষ মণ্ডলী মধ্যে স্ত্রী কন্যা প্রেরণ করিতে সন্দেহ করেন এবং তাহাতে সন্দেহ হইবারও সম্ভাবনা যেহেতু এ দেশের লোকেরা তাদৃশ্য সভ্য নহেন তাঁহাদিগের মনঃ অত্যন্ত অশুদ্ধ ও কপট। ফলতঃ এতদ্দেশীয় পুরুষেরা প্রায় সকলেই ইন্দ্রিয় রিপুর বশীভূত তবে এমত পাঠশালা স্থাপন করা আবশ্যক যাহাতে স্ত্রীগণ বিদ্যা প্রদান করে এবং কেবল বালিকারা ছাত্র রূপে পরিগণিত হয় পুরুষের সম্পর্কও না থাকে। অথবা পাঠশালায় শিক্ষার সমুদয় ভার

বিদ্বান্ স্ত্রীগণের হস্তে সমর্পিত থাকে এবং তাহা- দিগের সমক্ষে পুরুষেরা শিক্ষা প্রদান করে ইহা হইলেও বোধ হয় কোন আপত্তি হইতে পারে না।

যদিও এতাদৃশ বিদ্যাভবনে স্ত্রীগণের অধীনে বয়স্থা স্ত্রীলোকও বিদ্যাভ্যাস করিলে কোন আশঙ্কা ও অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা নাই এবং ইহাও বিবেচনা করা উচিত যাহারা সতীত্ব ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে অভি- লাষ করে তাহারা অন্তঃপুররুদ্ধ ও দ্বারপাল নিরুদ্ধ থাকিলেও অধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারে ইহা অনেকের লোচন গোচর আছে। রাজ বাটীর অবরোধগণেরও ব্যভিচার দোষ অনেক শ্রবণ করা গিয়াছে এবং বোধ হয় এই নিমিত্তই পল্লিগ্রামে প্রায় সকল স্ত্রীই সকল বাটীতে গমনাগমন করে তাহাতে পুরুষেরাও নিষেধ করেন না কিন্তু এতদ্দেশের এতাদৃশ অসভ্য অবস্থায় বয়স্থা কন্যা অথবা ভার্য্যাকে প্রকাশ্য পাঠশালায় প্রেরণ করিতে কোন ব্যক্তির সম্মতি হইবে না অতএব এই এক সাধীয়ান্ উপায় আছে যাহা লোক বিরুদ্ধ ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে তাহা অনুষ্ঠান করিলেও চেষ্টা সফল হইতে পারে পিতা মাতা একাদশ বা দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রকাশ্য বিদ্যাশালায় স্বীয় বালিকাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করুন তদনন্তর পাত্রের কেবল ধন মাত্র না দেখিয়া বিদ্যাবত্তা সুশীলতা চতুরতা পরীক্ষা করিয়া

বিবাহ দিলে তৎকর্ত্তৃক বিদ্যাভ্যাস অনায়াসে হইতে পারে এবং জায়া পতি উভয়ের সম্প্রীতির সম্ভাবনা হয়। অথবা কোন সুশিক্ষিতা নির্দোষা যোষাকে বেতন দিয়া রাখিলে অন্তঃপুর মধ্যেও বিদ্যা অসাধ্যা হয় না।

এক্ষণে যে রূপ বিবাহের সময় পাত্রের গুণ ও বিদ্যা পরীক্ষা করিয়া থাকেন তদ্রূপ বিবাহ কালীন কন্যার বিদ্যা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য যেহেতু এ রূপ প্রথা প্রচলিতা হইলে সকলে স্বীয় বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে উৎসাহান্বিত হইতে পারেন্। এ দেশে কন্যার বিবাহের নিমিত্তেই পিতা মাতা অধিক উদ্বিগ্নচিত্ত থাকেন্ তাহাতে এ রূপ নিয়ম করিলে বালিকাদিগের বিদ্যানুশীলনে সকলে যত্নবান্ হয়েন্ তাহাতে সন্দেহ নাই।

উক্ত রূপ কন্যা পাত্র উভয়ের বিদ্যা পরীক্ষা পূর্ব্বক কার্য্য সম্পন্ন হইলে স্বামী ভার্য্যাকে বিদ্যা প্রদান করিতে পারে। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের প্রচুর ঐশ্বর্য্য আছে তাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষার্থ অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্বান্ স্ত্রীজনকে বেতন প্রদান পূর্ব্বক রাখিতে কোন ক্লেশ বোধ করেন না এবং তৎসাহায্যে পার্শ্বস্থ সমস্ত দীন দুঃখি ব্যক্তিদের দুহিতারাও বিনা মূল্যে বিদ্যা রূপ অমূল্য রত্ন কেবল কায়িক যত্ন করিলেই লাভ করিতে পারে। যে রূপ এক্ষণে ঐশ্বর্য্য যুক্ত

ব্যক্তিদের সাহায্যে অনেক দীন ও ধনহীনগণের পুত্রের বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে তদ্রূপ তাহাদিগের দুহিতারাও এই প্রমাণের অনুবর্ত্তিনী হইলে ভারত বর্ষের মহিমার সীমা থাকে না।

প্রায় সকল স্থানেই দুই এক জন ধনবান্ বসতি করেন তাঁহারা অকাতরে অর্থ ব্যয় করিলে সকলই সফল হয় আর এই সকল কর্ম্মেই অর্থ ব্যয় আবশ্যক কিন্তু এতদ্দেশীয় ধনি মহাশয়েরা তামসিক নৃত্যগীতাদি দর্শন শ্রবণে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন এমত সাত্বিক কর্ম্মে দুই পয়সা দানও নিরর্থক বোধ করেন। পরোপকার ও স্বদেশের মঙ্গল যে কি পদার্থ তাহা কখন কর্ণেও শ্রবণ করেন নাই। অতএব সকল ধনি মহাশয়েরা ঐকমত্য পূর্ব্বক উৎসাহী হইয়া নগরে ও পল্লিগ্রামে স্থানে২ বালিকা শিক্ষার্থ পাঠশালা স্থাপন করুন।

এ বিষয়ে রাজার উৎসাহ থাকিলে সুবর্ণে সোহাগা হয়। প্রজার ধন প্রাণেও তাদৃক উপকার হয় না যাহা রাজার অনুমতি ও আজ্ঞা মাত্রে সম্পন্ন হইতে পারে। অন্ততঃ প্রজার স্থানে অর্থ লইয়াও রাজাদিগের বালিকা ও বালক শিক্ষার্থ স্থানে স্থানে পাঠশালা স্থাপন ও তাহারা কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

বাল্যাবস্থায় বালিকাদিগকে প্রকাশ্য পাঠশালায় প্রেরণ

না করিলে আমরা অধিক উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি না। আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি যাঁহারা গৃহে শিক্ষক রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন তাহাদের অপেক্ষা পাঠশালার ছাত্রদিগের বিদ্যা, সুশীলতা, সামাজিকতা, সভতা; রীতি, নীতি, প্রভৃতির আধিক্য হয়। বালিকারা পরিণয় কাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্য বিদ্যা মন্দিরে বিদ্যানুশীলন করিলে তাহাদিগের মনে এমত সংস্কার জন্মে যে তাহারা কখন বিদ্যার আস্বাদ বিস্মৃত হইতে পারে না সুতরাং অন্তঃপুর মধ্যেও বিদ্যার উন্নতির নিমিত্ত স্বয়ং উপায় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অগ্রে কোন্ ভাষা অভ্যাস করা উচিত এই প্রশ্ন এক বালককেও জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করে স্বদেশীয় ভাষা, বালক ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি স্তন্য দুগ্ধ পানের সহিত যে ভাষা ব্যগ্র হইয়া শ্রবণ করে ও শিক্ষা করিতে যত্ন করে এবং বৃদ্ধ হইলেও যে ভাষা কখন বিস্মৃত হইতে পারে না সে ভাষা অগ্রে শিক্ষণীয়া ইহাতে সন্দেহ কি? স্বদেশীয় ভাষানুশীলন অতি সুলভ ও মহোপকারক। বালক বালিকা পাঁচ বৎসরের মধ্যেই দেশীয় ভাষার অর্দ্ধেক অভ্যাস করে এবং অল্পায়াসেই কৃতবিদ্য হইতে পারে। বিদেশীয় ভাষা অভ্যাস করিতেই জীবনের অধিকাংশ বিনষ্ট হয় অতএব তাহাতে অধিক উপকার প্রতীক্ষা করা যায় না। বিদেশীয় ভাষানুশীলন

বহু পরিশ্রম ও ধন সাধ্য। এক্ষণে ইংলণ্ডীয় ভাষার বাহুল্য রূপে প্রচার হইয়াছে তথাপি অনেকে অর্থ ব্যয়ে অসমর্থ হইয়া তদনুশীলনে অশক্ত হইয়া রহিয়াছেন।

আমরা অঙ্গীকার করি বঙ্গ ভাষায় কোন উত্তম পুস্তক ছিল না সুতরাং বিষয় কর্ম্মোপযোগি যৎকিঞ্চিৎ অঙ্ক কতিপয় অশুদ্ধ পত্রাবলী, অদূর দর্শি শুভঙ্করের আর্য্যা, সরস্বতী বন্দনা, গুরু বন্দনা, গঙ্গা বন্দনা, ও দাতাকর্ণ, প্রভৃতি সমুদয় পাঠশালার পাঠ্য গ্রন্থ ছিল এবং চাণক্যের শ্লোক অত্যন্ত অশুদ্ধ রূপে অভ্যাস করিত। যে অশুদ্ধ পত্রাবলী ও অশুদ্ধ শ্লোকের কুসংস্কার ব্যুৎপন্ন হইলেও বিস্মৃত হওয়া কঠিন। অনেক লোককে বিলক্ষণ ব্যাকরণ ব্যুৎপন্ন দেখি কিন্তু সেই বাল্যাবস্থায় অভ্যস্ত অশুদ্ধ শ্লোক ও অশুদ্ধ পত্র কহিয়া ও লিখিয়া থাকেন। এক্ষণেও তাদৃশ উপকারক উত্তম পুস্তক সকল প্রস্তুত হয় নাই। বঙ্গ ভাষায় কোন উত্তম পুস্তক আছে কি না এই চিন্তা করিলে অন্ধকার দেখিতে হয়। অতএব যাঁহারা দেশীয় ভাষার উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করেন, স্বীয় পুত্র ও কন্যা সন্তানদিগকে দেশীয় ভাষায় কৃতবিদ্যা করিতে অভিলাষ করেন; ও দেশের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাঁহারা অগ্রে সংস্কৃত বা ইংলণ্ডীয় অথবা অন্য ভাষা হইতে উত্তম পুস্তক সকল বঙ্গ

ভাষায় অনুবাদ করুন। সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বালিকারা দেশীয় ভাষা অভ্যাস করিবে ও দেশের উপকার করিতে সমর্থ হইবে।

এক্ষণে স্ত্রী লোক শিক্ষক পাওয়া দুর্লভ ও দুষ্কর বোধ হইতেছে কিন্তু সকলে বিদ্যানুশীলন করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে সুলভ হইবে ও অল্প বেতনে সুশিক্ষিত স্ত্রী জন শিক্ষক রাখা দুষ্কর হইবে না। যখন এক বাটীর এক জন স্ত্রী বিদ্যাবতী হইলে তৎসাহায্যে বাটীর সকলে অল্পায়াসে বিদ্যা শিক্ষায় দক্ষ হইতে পারে তখন অশেষ যোষিদ্‌গণ বিদ্বান্ হইলে বিনা ক্লেশে সকলে বিদ্যা শিক্ষা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ডীয় ভাষার গুণ আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না ও তদভ্যাস জন্য উপকারে কৃতঘ্নতাচরণ করা ধর্ম্মের কর্ম্ম নহে। যদিও ইংরাজেরা ল্যাটিন গ্রীক্ প্রভৃতি বিখ্যাত ভাষা হইতে স্বীয় ভাষার বিস্তার ও সংস্কার করিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন ইংলণ্ডীয় ভাষার বিলক্ষণ শাখা বৃদ্ধি হইয়াছে ও ক্রমে হইতেছে। যে ব্যক্তি একবার ইংলণ্ডীয় ভাষার রসাস্বাদন করে সে কখন তাহার গুণ বিস্মৃত হইতে পারে না বিশেষতঃ ভূগোলতত্ত্ব, আকাশ বৃত্তান্ত, পদার্থ জ্ঞান, শারীরিক অনুসন্ধান, অঙ্ক বিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা,

শিল্প কৌশল, সংগ্রাম নৈপুণ্য, ইংলণ্ডীয়দের মত প্রায় কোন জাতির নাই। উক্ত বিদ্যাসকলের ফল প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইহাতে পারলৌকিক ফল বিরল, কেবল ঐহিক ফলই দৃষ্টি গোচর হইতেছে। ইংলণ্ডীয় ভাষায় এমত অনেক গ্রন্থ আছে যাহা বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত মণ্ডলীরও অনবগত থাকে অতএব সে সকল গ্রন্থ শিক্ষার আবশ্যকতা হেতু ইংরাজি ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয়া হইয়াছে। যদিও অন্য দেশীয় ভাষা শিক্ষা বহু পরিশ্রম সাধ্যা কিন্তু ইংরাজি ভাষা অভ্যাস করিলে অধিক উপকার দেখিতে পাই সুতরাং তাহা শিক্ষা করা অত্যাবশক।

এতদ্দেশীয় যোষিদ্‌গণকে ইংলণ্ডীয় ভাষার উপদেশ প্রদান সহজেই হইতে পারে। এমত অনেক বিদ্বান্ বিবিগণ ভারত বর্ষে বাস করেন যাঁহাদিগের মধ্যে কেহ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া অবেতনে কেহ বা অল্প বেতনে, কেহ বা সম্পূর্ণ বেতনে বঙ্গ দেশীয় কামিনীদিগকে বিদ্যা দান করিতে পারেন। স্বজাতির অনিষ্ট ও কষ্ট নিবারণ করা শিষ্টাচার সম্মত এবং স্বভাব সিদ্ধ। তবে কি বিবি সকল বঙ্গ দেশীয় অবলা জনের অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মনঃ স্বভাবোজ্জ্বল বিদ্যা রূপ ভাস্কর কর দ্বারা আলোকময় করিবেন না? আমরা ইহা একবার মনেও করি না। বরং তাঁহাদিগের এমত সৎ স্বভাব

যে তাঁহারা বিনা মূল্যে বিদ্যা রূপ অমূল্য রত্ন এ দেশের সহচরীগণকে প্রদান করিতে পারেন।

বিবিদিগের কারুণিকতার কথা কি কহিব তাঁহারা ভারত বর্ষীয় সীমন্তিনীগণের শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে চাঁদা করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন (অস্মদ্দেশীয় শ্রীযুক্ত রাজা বৈদ্যনাথ রায় মহোদয়কে বহু প্রশংসা করিতে হয় তিনিও এই চাঁদায় ২০০০০ মুদ্রা দান করিয়াছেন) তাঁহাদিগের সমাজ সাহায্যেই এই কলিকাতা নগরীতে ও হাবড়াতে স্ত্রী শিক্ষার্থ পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে। এই পাঠশালায় অস্মদ্দেশীয় কতক গুলিন স্ত্রীলোক বিদ্যাভ্যাস করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও মনুষ্য জন্ম সফল করিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এ দেশের কোন ভদ্র লোক শিক্ষার্থ স্বীয় কন্যাদিগকে তথায় প্রেরণ করেন না এবং প্রেরণ করিবেন এমত সম্ভাবনাও নাই যেহেতু ইহা পূর্ব্বেই লেখা গিয়াছে এ দেশের ভদ্র লোকেরা স্বীয় সন্তানদিগের অপকৃষ্ট জাতি সহবাসে বিরক্তি প্রকাশ করেন। সুতরাং সেখানে কেবল দীন দুঃখি হীন জাতির দুহিতারা লেখা পড়া করিয়া থাকে।

যদিও হিন্দুদিগের শাস্ত্রের শাসন অতি কঠিন বিশেষতঃ বিপ্রজাতির তদনুসারে চলিলে প্রায় কোন কর্ম্মই করিবার অবকাশ থাকে না কেবল প্রাতঃকালাবধি

তৃতীয় প্রহর সময়ে সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি আহার পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং ব্রাহ্মণ পত্নীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য রন্ধন ভর্তৃশুশ্রূষা ও অন্যান্য গৃহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেই প্রায় সকল সময় বিনষ্ট হয় সুতরাং অবকাশের অল্পতা প্রযুক্ত কখন বা বিদ্যা শিক্ষায় পরিশ্রম, কখনই বা বিশ্রাম, করে। শূদ্র বৈশ্য প্রভৃতি অপর বর্ণ যাঁহারা ধনবান তাঁহাদিগের ভার্য্যা ও কন্যারা অবকাশ প্রাপ্ত হইতে পারেন কিন্তু যাঁহারা দীন ও ধনহীন তাঁহাদিগের গৃহ কর্ম্ম অভাগা অবলাদিগকেই করিতে হয় অতএব কখন্ তাহারা বিদ্যাভ্যাস করে। এরূপ বিলাপ করিলে শাস্ত্রকার ও অদৃষ্টের প্রতি দোষার্পণ করিতে হয়। কিন্তু এতাদৃশ অবস্থাতেও মনোযোগ পূর্ব্বক উপায় স্থাপন করিলে স্ত্রীদিগের বিদ্যা শিক্ষা হইতে পারে। আমরা দেখিতেছি বালিকারা শৈশবাবস্থায় প্রায় ক্রীড়াতেই আসক্ত থাকে তাহারা সাংসারিক কর্ম্মে কোন যত্ন করে না অতএব দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগের বিদ্যাভ্যাসে কোন বাধা নাই। গৃহ কর্ম্মের ভার পড়িলেও অবকাশ মতে বিবাদ ও কলহ পূর্ব্বক কালহরণ না করিয়া বিদ্যালোচনায় কালক্ষেপ করিলে দিনের বিফলতায় জন্মের নিরর্থকতা হয় না। মনে কর যে বাটীতে দশ জন স্ত্রীলোক আছে যদি তাহার মধ্যে দুই জন করিয়া প্রতিদিন গৃহ কর্ম্ম

নির্ব্বাহ করে তবে আট জনের প্রত্যহ বিদ্যাভ্যাস অবাধে হয়। বিশেষতঃ ধনিগণের পরিবারদিগের বিদ্যা শিক্ষার বাধা কিছুই দেখিতে পাই না।

স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষার্থ পাঠশালা স্থাপনের বিষয় প্রায় লিখিয়াছি সম্প্রতি তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করি। ইংরাজি ভাষা অনুশীলনের পাঠশালা প্রথমতঃ এই কলিকাতা নগরীতে সংস্থাপিত হইয়াছিল তদনন্তর ক্রমে চর্চার আধিক্য হইলে পল্লিগ্রামেও অনেক স্থানে হইয়াছে এবং এক্ষণেও হইতেছে তদ্রূপ স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষার বিদ্যা গৃহ প্রথম নগর ভিন্ন অন্যত্রে হইবার সম্ভাবনা নাই। কোন নূতন অথচ আয়াস ও ধন সাধ্য কর্ম্ম নগরে প্রথম হয় ক্রমে বাহুল্য রূপে প্রচলিত হইলে পল্লিগ্রামেও হইয়া থাকে। অতএব কলিকাতাস্থ সমস্ত ধনি মহোদয়েরা উৎসাহান্বিত হইয়া তিন চারিটা পাঠশালার ব্যয়োপযোগি ধন প্রদান করুন এবং এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত সমুদয় বিদ্যা মন্দিরের যে রূপ শিক্ষা সমাজ আছে তদ্রূপ সমাজ স্থাপন করিয়া বিদ্বান্ এবং প্রধান সভ্যদিগের হস্তে তাবৎ ধন ও শিক্ষার ভার সমর্পণ করুন। বিদ্যালয়ে ইংরাজি শিক্ষার্থ বিবিগণকে শিক্ষক রাখুন এবং বাঙ্গলা শিক্ষার্থ পণ্ডিত নিযুক্ত করুন যাহারা এক ঘণ্টা অথবা দুই ঘণ্টা বাঙ্গলা পুস্তক অনুশীলন করায়।

ইংরাজি ভাষায় যে সকল গ্রন্থ আছে তাহা পাঠ না করিলে কখন বহু দর্শিতা নীতিজ্ঞতা বিজ্ঞতা ও সভ্যতা হয় না যেহেতু বঙ্গ ভাষায় অদ্যাপি তাদৃশ উপকারক গ্রন্থ সকল রচিত অথবা অনুবাদিত হয় নাই অতএব বালিকাদিগকে অধিক কাল ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত। সুতরাং শিক্ষার সমুদায় ভার বিবিদিগের করে নিঃক্ষেপ করা কর্ত্তব্য তাহা হইলে পুরুষেরা বাঙ্গলা শিক্ষা দেওয়াতে কোন অনিষ্ট ঘটে না। বিবিদিগকে অধিক বেতন দিতে হয় তাহাতে অসমর্থ হইলে ক্রিশ্চ্যান বঙ্গ দেশীয় অনেক স্ত্রীলোক আছে তাহার মধ্যে যাহারা ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত তাহাদিগকে ইংরাজি ভাষার শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত করিলে অল্প বেতনেও হইতে পারে।

এই রূপ পাঠশালা স্থাপন করিয়া তাহাতে সকল ভদ্র লোক এক কালে স্বীয় কন্যা সন্তানদিগকে প্রেরণ করুন। যদি কোন ভদ্র লোক প্রকাশ্য স্থান বলিয়া পাঠশালায় স্বীয় কন্যাগণকে প্রেরণ করিতে সন্দেহ ও লোকাচার ভয় করেন তবে প্রায় সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইবে সুতরাং কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না অতএব এ বিষয়ে সকলের উৎসাহ ও সম্মতি আবশ্যক। যদি অপর জাতীয় নারীর সহিত কন্যাদিগের বাস ও বিদ্যাভ্যাস করা মনোনীত না হয় এবং সেই কারণ

বশতঃ এক্ষণকার স্ত্রী শিক্ষার্থ পাঠশালায় (লেডি ইস্কুলে) কোন ভদ্র লোক কন্যা সন্তানদিগকে প্রেরণ করেন না তবে এমত বিদ্যাসদ্ম নির্ম্মিত করুন যাহার একদিকে ভদ্র লোকের অপর দিকে অপর জাতির দুহিতারা বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে। যে রূপ এক্ষণে শিক্ষক হইবার নিমিত্ত নরম্যাল পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করে তদ্রূপ ইতর জাতীয় বালিকারা স্বতন্ত্র রূপে বিদ্যানুশীলন করিলে অতি সুশৃঙ্খলতা ও সুনিয়ম হয়। ইতর লোকের কন্যারা বিদ্যা শিক্ষা না করিলে পাঠশালায় শিক্ষক পাওয়া অতি কঠিন ও বহু ধন সাধ্য হইবার সম্ভাবনা। ভদ্র লোকের কন্যাদিগের শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হওয়া অসম্ভব কারণ তাহাদিগের বিবাহের পর প্রায় শ্বশুরালয়েই বাস করিতে হয় এবং স্বামির বশীভূত হইয়া স্বেচ্ছাধীন কোন কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকে না পতির অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহের বাহির হইতে পায় না সুতরাং কি রূপে পাঠশালার শিক্ষকতা পদের ভারগ্রহণ করিবে। বরং তাহারা শ্বশুরালয়স্থ কামিনীগণের শিক্ষার্থ সেখানে নানা উপায় অনুসন্ধান করিতে সযত্ন হয় কিন্তু ইতর লোকের কন্যা ভিন্ন পাঠশালায় শিক্ষক প্রাপ্ত হওয়া কঠিন।

এক্ষণে ভদ্র লোকের স্ত্রী যাঁহারা বাঙ্গালা উত্তম রূপে জানেন তাঁহারা পাঠশালাস্থ ছাত্রদিগের বঙ্গ ভাষার

পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন প্রশ্ন সকল প্রস্তুত করিয়া পাঠশালায় পাঠাইলে সতর্কতা পূর্ব্বক ছাত্রগণ দ্বারা উত্তর লেখাইয়া পুনর্ব্বার তাঁহারদের নিকট প্রেরণ করিলে সদসদ্বিবেচনা পূর্ব্বক যাহারা পরিতোষিক ও প্রশংসার যোগ্য হইবে তাহাদিগের নাম লিখিলে যথাযোগ্য পারিতোষিক মাসে ষণ্মাসে অথবা সম্বৎসরে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং হিন্দুকালেজের অথবা অন্য পাঠশালার সুশিক্ষিত ছাত্র যাঁহারা এ বিষয়ে উৎসাহ সম্পন্ন তাঁহারা অবশ্য ইংরাজি ভাষার পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। এ রূপে স্ত্রী শিক্ষার্থ পাঠশালার ছাত্রদিগের উৎসাহ উদ্যম ও বিদ্যা বৃদ্ধি হয়।

যে রূপ এক্ষণে নরম্যাল্ ইস্কুলের ছাত্রেরা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে প্রশংসা পত্র পায় তদনন্তর কোন পাঠশালার শিক্ষকতা পদ শূন্য হইলে তাহাতে নিযুক্ত হইতে পারে তদ্রূপ ইতর লোকের দুহিতারা উপযুক্ত হইলে যথাযোগ্য শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে ভদ্র লোকের কন্যারা যাঁহারা পাঠশালায় প্রশংসা পত্র পাইবেন তাঁহাদিগের বিবাহের সময় পুনর্ব্বার পরীক্ষার আবশ্যকতা নাই যাঁহারা প্রশংসা পত্র না পাইবেন তাঁহাদিগের বিবাহ কালীন পরীক্ষা করা উচিত যেহেতু ইহাকেও স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষার এক প্রধান উপায় করিতে হইবে।

যাঁহাদিগের বাঙ্গালা ইংরাজি উভয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি আছে তাঁহাদিগের প্রতি এই ভারার্পণ করা উচিত যে তাঁহারা ইংরাজি ভাষা হইতে উত্তম উপকারক পুস্তক সকল সাধু ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাতে যদি অর্থ ব্যয়ও করিতে হয় তাহাও কর্ত্তব্য যেহেতু বঙ্গ ভাষায় উত্তম পুস্তক সকল অনুবাদিত হইলে স্ত্রী লোকের সে সকল পুস্তক অনায়াসে অভ্যাস করিতে পারে ও গুরুতর উপকার হয়।

অধিক কি কহিব যে রূপ এক্ষণে হিন্দুকালেজ সংস্কৃত কালেজ এবং অন্য ২ কালেজে শিক্ষার পারিপাট্য ও সুশৃঙ্খলতা আছে তদ্রূপ নারীগণের শিক্ষার্থ পাঠ-শালা ও সুনিয়ম সংস্থাপন করিলে তাহারা বিদ্যা ও সৎস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া সুখ্যাতি লাভ পূর্ব্বক ভুমণ্ডলে বিখ্যাত হইতে পারে।

আমরা এতদ্দেশের অবস্থানুসারে এক্ষণে এই মাত্র আশা করিতে পারি যে এই নগরীতে নারীগণের বিদ্যা শিক্ষার্থ বিদ্যা মন্দির হওয়া অসম্ভব নহে কিন্তু পল্লি-গ্রামে প্রথমতঃ ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না। একেতঃ পল্লিগ্রামে ধনবান নাই দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাবান্ অল্প, পল্লিগ্রাম বাসি লোকেরদের মনঃ অত্যন্ত অশুদ্ধ তাঁহারা সদসদ্বিবেচনা না করিয়া কেবল পিতৃ পিতা-মহের কর্ম্ম অনুসারে চলিতে বাঞ্ছা করেন। কোন

নূতন কর্ম্ম মাঙ্গলিক উপকারক অথচ উত্তম হইলেও আচার বিরুদ্ধ বলিয়া কদাচ আচরণ করেন না। মনে করি স্ত্রীগণের বিদ্যানুশীলন প্রচলিত হইলে যখন আর ইহাতে কোন ব্যক্তির দোষ জ্ঞান হইবে না যখন স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাস দুষ্কর্ম্ম লোকাচার বিরুদ্ধ ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া আর লোকেদের মনে ভ্রম উপস্থিত হইবে না যখন লোক সকল নারীগণের বিদ্যা শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করিবেন তখন পল্লিগ্রামেও কামিনীগণের প্রকাশ্য বিদ্যা মন্দিরে বিদ্যানুশীলন প্রচলিত হইতে পারে।

এক্ষণে যাঁহাদিগের পল্লিগ্রামে বাস কিন্তু বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে অভিলাস আছে তাঁহারা যে রূপ বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ এই কলিকাতা নগরীতে প্রেরণ করিয়া থাকেন তদ্রূপ বালিকাদিগকেও তৎসমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলে অনায়াসে অভিলাষ সিদ্ধ হইতে পারিবে।

অবশেষে এই বক্তব্য পিতা মাতা স্বীয় পুত্র সন্তানদিগের বিদ্যানুশীলনে যে রূপ যত্নশীল হয়েন তদ্রূপ কন্যা সন্তানগণের প্রতি সদয় হইয়া বিদ্যারস প্রদান করিলে তাহারা ভাবি সুখের আশা হইতে বঞ্চিত হয় না। বিদ্যার প্রধান ফল অর্থ লাভ নহে কিন্তু সুখ ও সন্তোষ।